জাতীয় কৃষি আবহাওয়া
পরামর্শ সেবা বুলেটিন

১৯ এপ্রিল (বুধবার)
[সময়কালঃ ১৯.০৪.২০২৩-২৩.০৪.২০২৩]

ডিসক্লেইমার

কৃষি আবহাওয়া তথ্য পদ্ধতি উন্নতকরণ প্রকল্পের আওতায় পরীক্ষামুলকভাবে জাতীয় পর্যায়ে এবং ৬৪ টি জেলায় প্রেরণের লক্ষ্যে কৃষি আবহাওয়া সংক্রান্ত পরামর্শ সেবা সম্বলিত বুলেটিন তৈরী করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট সকলের মূল্যবান মতামত ও পরামর্শের জন্য কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হলো।

দেশের বিভিন্ন এলাকার আবহাওয়া পরিস্থিতি:

গত ২৪ ঘন্টায় বৃষ্টিপাতের পরিমান (১৯ এপ্রিল ২০২৩, সকল ০৬ টা পর্যন্ত) এবং ১৮ এপ্রিল ২০২৩ এ সর্বোচ্চ তাপমাত্রা, ১৯ এপ্রিল ২০২৩ এ সর্বোনিম্ন তাপমাত্রা নিচে দেওয়া হলো:

বিভাগের নাম	পর্যবেক্ষণা-গারের নাম	বৃষ্টিপাতের পরিমাণ (মি: মি:)	সর্বোচ্চ তাপমাত্রা	সর্বনিম্ন তাপমাত্রা	বিভাগের নাম	পর্যবেক্ষণা-গারের নাম	বৃষ্টিপাতের পরিমাণ (মি: মি:)	সর্বোচ্চ তাপমাত্রা	সর্বনিম্ন তাপমাত্রা
ঢাকা	ঢাকা	০০	৩৭.১	২৮.০	চট্টগ্রাম	চট্টগ্রাম	০০	৩৪.০	২৭.৫
	টাঙ্গাইল	০০	৩৬.৮	২৮.০		সন্দ্বীপ	০০	৩৪.৬	২৬.৭
	ফরিদপুর	০০	৩৭.৩	২৭.৮		সীতাকুন্ড	XX	৩৪.৫	XX
	মাদারীপুর	০০	৩৬.৭	২৬.৮		রাঙ্গামাটি	০০	৩৭.০	২৬.৫
	গোপালগঞ্জ	০০	৩৬.৫	২৭.৮		কুমিল্লা	০০	৩৫.২	২৭.৪
	নিক্‌লি	০০	৩৬.০	২৫.৬		চাঁদপুর	০০	৩৫.৮	২৭.৮
						মাইজদীকোর্ট	০০	৩৫.৫	২৭.৫
রাজশাহী	রাজশাহী	০০	৪২.০	২৭.৪		ফেনী	০০	৩৫.৬	২৫.৮
	ঈশ্বরদী	০০	৪০.২	২৮.০		হাতিয়া	০০	৩৪.০	২৬.৬
	বগুড়া	০০	৩৬.৭	২৮.০		কক্সবাজার	০০	৩৪.৫	২৭.৩
	বদলগাছী	০০	৩৭.২	২৭.৪		কুতুবদিয়া	XX	৩৪.৮	XX
	তাড়াশ	০০	৩৫.৫	২৭.৪		টেকনাফ	০০	৩৪.৪	২২.৪
						বান্দরবান	০০	৩৬.৪	২৫.৭
রংপুর	রংপুর	০০	৩৭.০	২৭.২					
	দিনাজপুর	০০	৪০.০	২৩.৯	খুলনা	খুলনা	০০	৩৭.৫	২৭.৮
	সৈয়দপুর	০০	৩৮.০	২৬.৪		মংলা	০০	৩৮.৪	২৭.৭
	তেঁতুলিয়া	০০	৩৬.০	২৫.৯		সাতক্ষীরা	০০	৩৭.৭	২৮.০
	ডিমলা	০০	৩৫.৯	২৫.৭		যশোর	০০	৩৮.৬	২৭.৪
	রাজারহাট	০০	৩৫.৬	২৪.৩		চুয়াডাঙ্গা	০০	৪০.৯	২৭.৫
						কুমারখালী	০০	৩৯.৬	২৮.০
ময়মনসিংহ	ময়মনসিংহ	০০	৩৪.৫	২৮.৩					
	নেত্রকোনা	০০	৩৪.৫	২৬.০	বরিশাল	বরিশাল	০০	৩৬.০	২৭.৪
						পটুয়াখালী	০০	৩৬.২	২৭.০
সিলেট	সিলেট	০০	৩৫.৫	২৬.৩		খেপুপাড়া	০০	৩৫.০	২৭.১
	শ্রীমঙ্গল	০০	৩৬.৪	২৩.৬		ভোলা	০০	৩৬.৪	২৭.৩

প্রধান বৈশিষ্ট সমূহ:

- গত সপ্তাহে দেশের দৈনিক উজ্জ্বল সূর্যকিরণ কালের গড় ৯.১২ ঘন্টা ছিল |
- গত সপ্তাহে দেশের দৈনিক বাষ্পীভবনের গড় ৪.৪০ মি: মি: ছিল |

সকাল ০৯ টা থেকে পরবর্তী ২৪ ঘন্টার আবহাওয়ার পূর্বাভাস:

পূর্বাভাস: ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম এবং সিলেট বিভাগের দু'এক জায়গায় অস্থায়ীভাবে দমকা/ঝড়ো হাওয়াসহ বৃষ্টি/বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। সেইসাথে কোথাও কোথাও বিক্ষিপ্তভাবে শিলাবৃষ্টি হতে পারে। এছাড়া দেশের অন্যত্র অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলা আকাশসহ সারাদেশের আবহাওয়া প্রধানত শুষ্ক থাকতে পারে।

তাপ প্রবাহ: দিনাজপুর, রাজশাহী, পাবনা ও চুয়াডাঙ্গা জেলাসমূহের উপর দিয়ে তীব্র তাপ প্রবাহ বয়ে যাচ্ছে। পঞ্চগড়, রংপুর, নীলফামারী, মৌলভীবাজার, রাঙ্গামাটি ও বান্দরবান জেলাসমুহ এবং রাজশাহী ও খুলনা বিভাগের অবশিষ্টাংশসহ ঢাকা ও বরিশাল বিভাগসমূহের উপর দিয়ে মৃদু থেকে মাঝারী ধরনের তাপ প্রবাহ বয়ে যাচ্ছে এবং তা অব্যাহত থাকতে পারে।

তাপমাত্রা: সারাদেশে দিন এবং রাতের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে।

সপ্তাহের শেষে (১৮ এপ্রিল ২০২২ পর্যন্ত) আবহাওয়া প্যারামিটারের স্থানিক বন্টন:

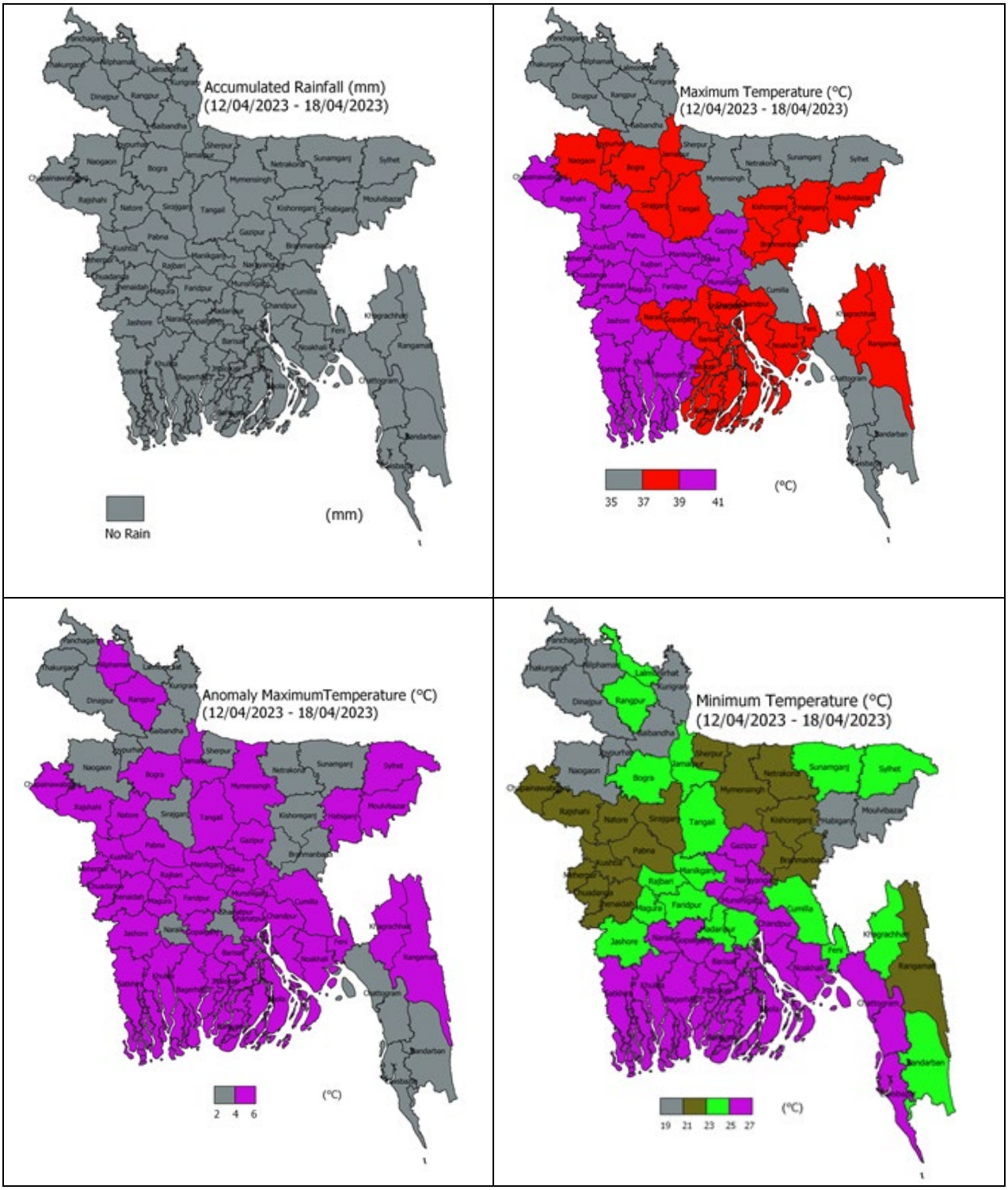

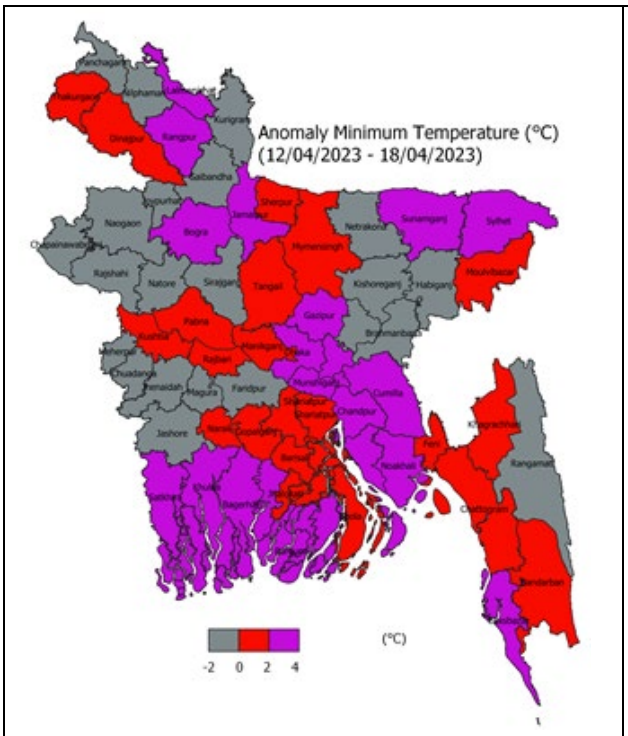
Anomaly Minimum Temperature (°C)
(12/04/2023 - 18/04/2023)
-2 0 2 4
(°C)

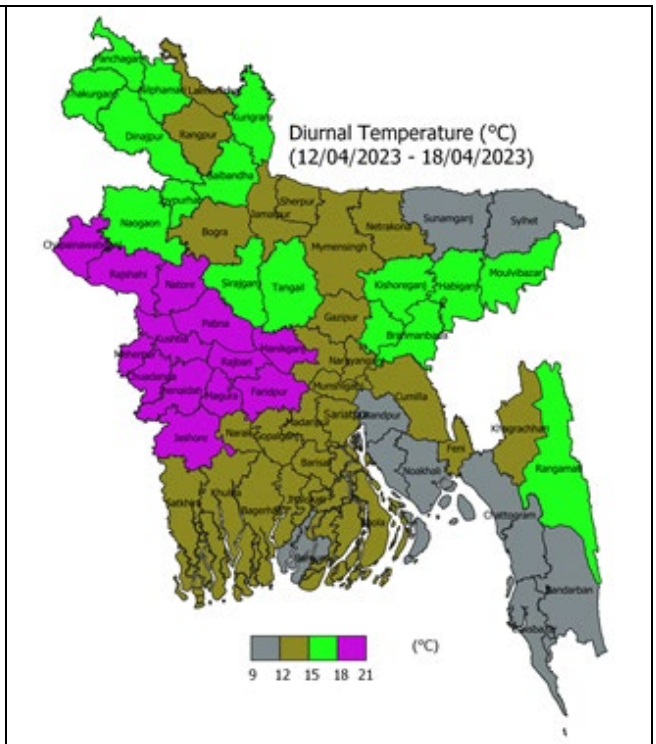
Diurnal Temperature (°C)
(12/04/2023 - 18/04/2023)
9 12 15 18 21
(°C)

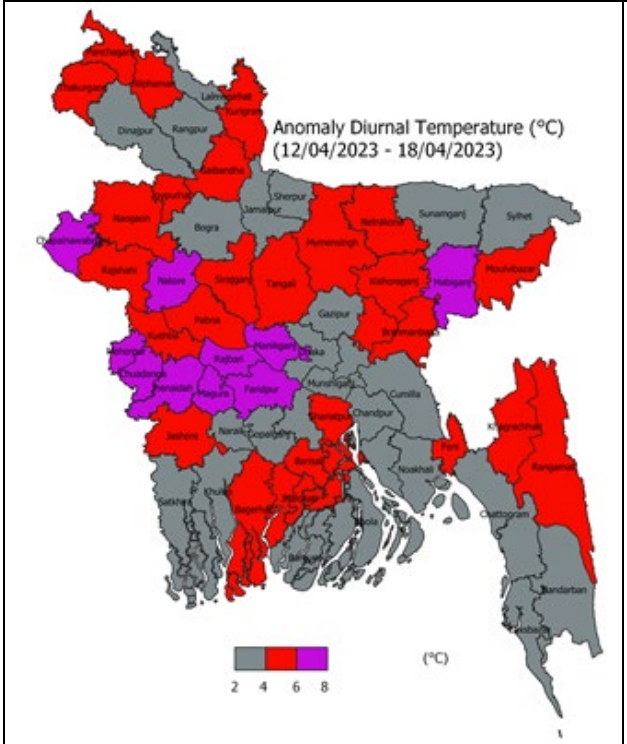
Anomaly Diurnal Temperature (°C)
(12/04/2023 - 18/04/2023)
2 4 6 8
(°C)

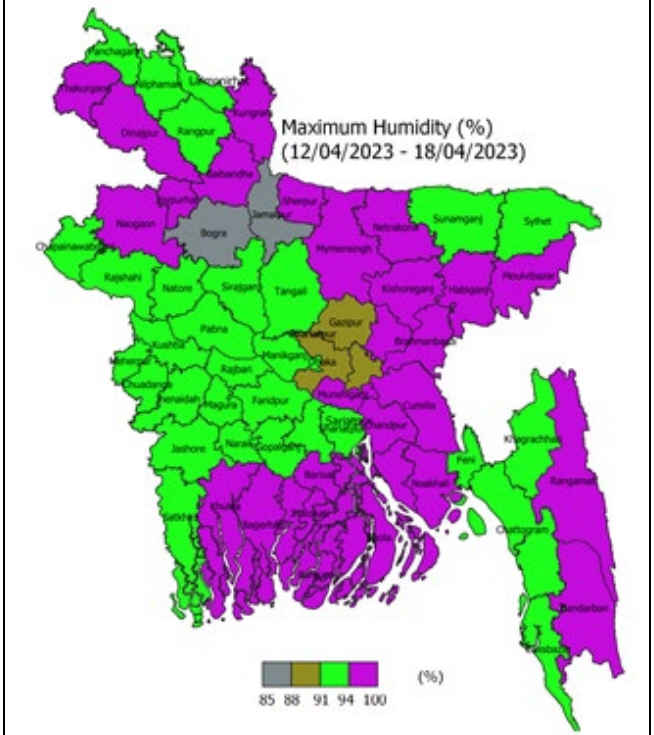
Maximum Humidity (%)
(12/04/2023 - 18/04/2023)
85 88 91 94 100
(%)

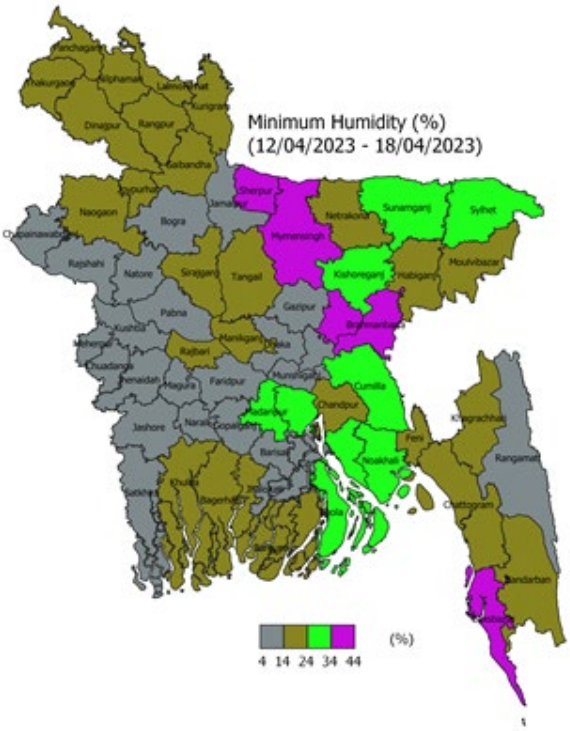
Minimum Humidity (%)
(12/04/2023 - 18/04/2023)
(%)
4 14 24 34 44

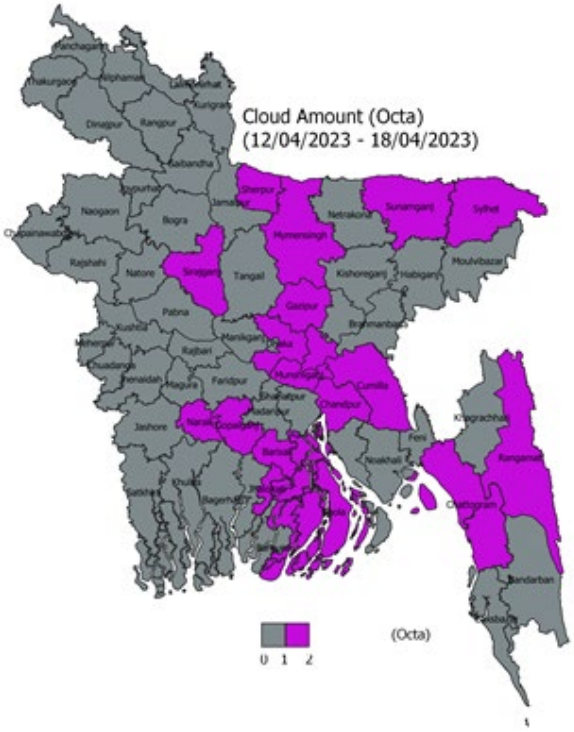
Cloud Amount (Octa)
(12/04/2023 - 18/04/2023)
(Octa)
0 1 2

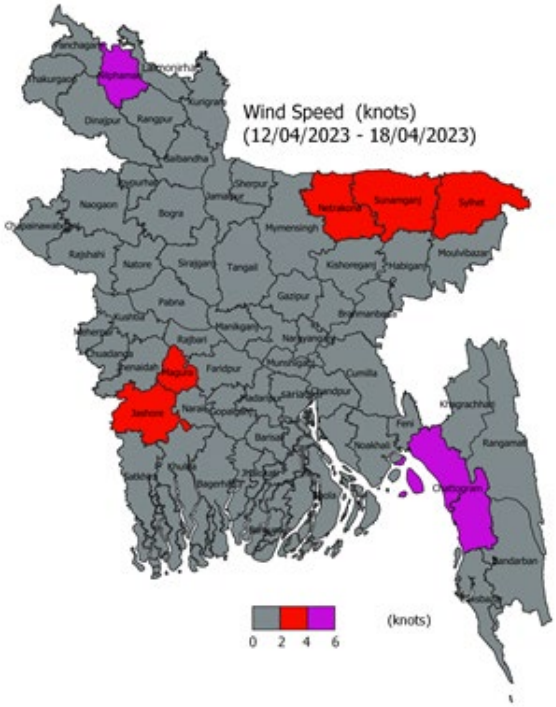
Wind Speed (knots)
(12/04/2023 - 18/04/2023)
(knots)
0 2 4 6

আবহাওয়ার পূর্বাভাস:

আবহাওয়ার পূর্বাভাস ১৬/০৪/২০২৩ হতে ২৩/০৪/২০২৩ তারিখ পর্যন্ত:

এ সপ্তাহে দৈনিক উজ্জ্বল সূর্য কিরণ কাল ৭.০০ থেকে ৯.০০ ঘন্টার মধ্যে থাকতে পারে ।

এ সপ্তাহে বাষ্পীভবনের দৈনিক গড় ৩.০০ মিঃ মিঃ থেকে ৫.০০ মিঃ মিঃ থাকতে পারে।

- এ সময়ের প্রথমার্ধে সারা দেশে অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলা আকাশসহ আবহাওয়া প্রধানত শুষ্ক থাকতে পারে।
- এ সময়ের দ্বিতীয়ার্ধে সিলেট ও ময়মনসিংহ বিভাগের অনেক স্থানে এবং ঢাকা, খুলনা, বরিশাল, চট্টগ্রাম, রংপুর ও রাজশাহী বিভাগের দুই-এক স্থানে অস্থায়ী দমকা/ঝড়োহাওয়া, বিজলী চমকানোসহ বৃষ্টি/বজ্রসহ বৃষ্টি ও বিচ্ছিন্নভাবে শিলাবৃষ্টি হতে পারে।
- এ সময়ের প্রথমার্ধে সারাদেশের দিনের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত ও রাতের তাপমাত্রা সামান্য বাড়তে পারে এবং দ্বিতীয়ার্ধে দিন ও রাতের তাপমাত্রা ধীরে ধীরে কমতে পারে ।
- এ সময়ের প্রথমার্ধে সারাদেশে বিরাজমান মৃদু থেকে তীব্র তাপ প্রবাহ অব্যাহত থাকতে পারে ও দ্বিতীয়ার্ধে তাপ প্রবাহ কমতে পারে।

আগামী ০৫ দিনের জেলাওয়ারী পরিমাণগত আবহাওয়া পূর্বাভাস (১৯ এপ্রিল হতে ২৩ এপ্রিল ২০২৩ পর্যন্ত)

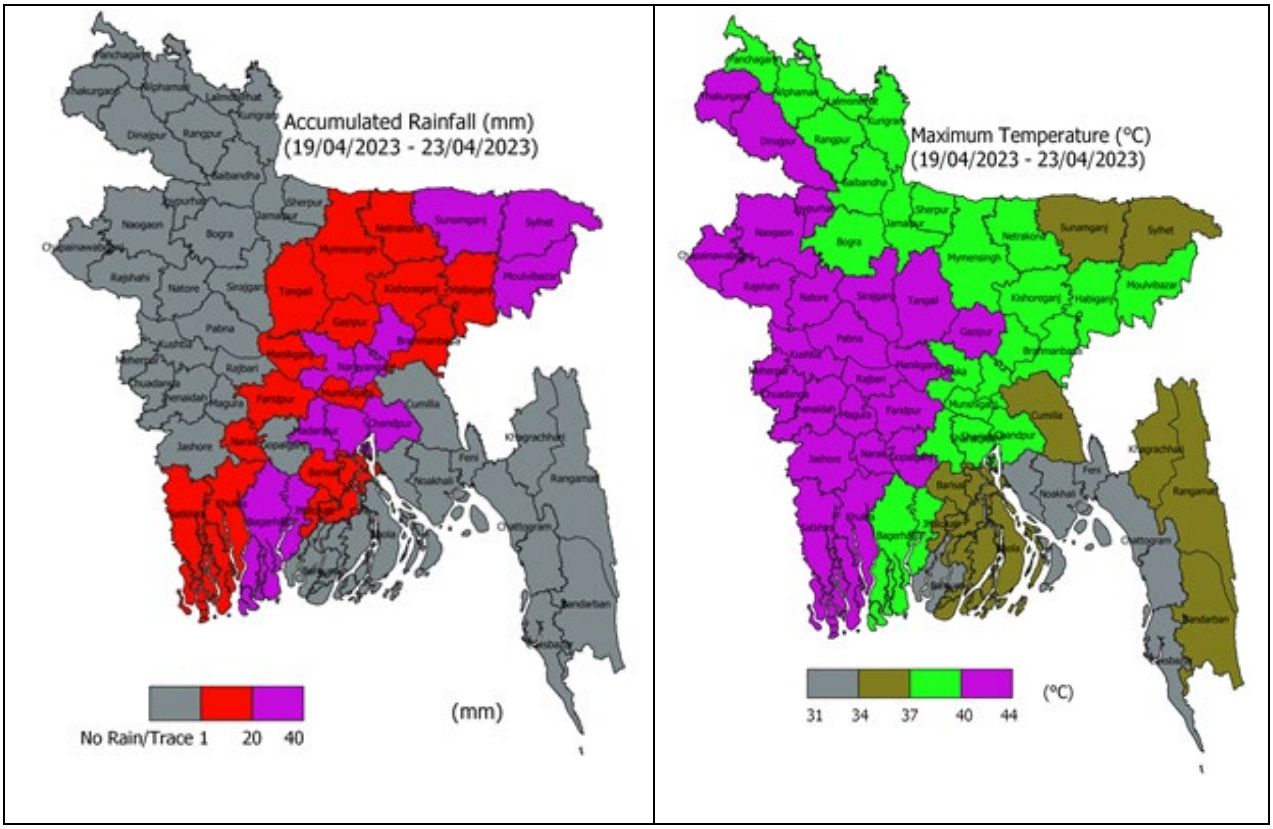

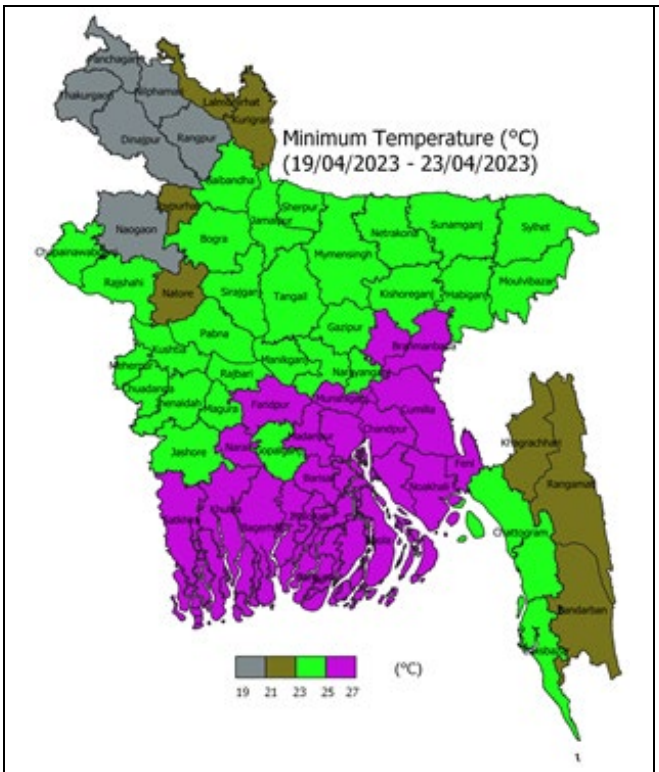
Minimum Temperature (°C)
(19/04/2023 - 23/04/2023)
(°C)
19 21 23 25 27

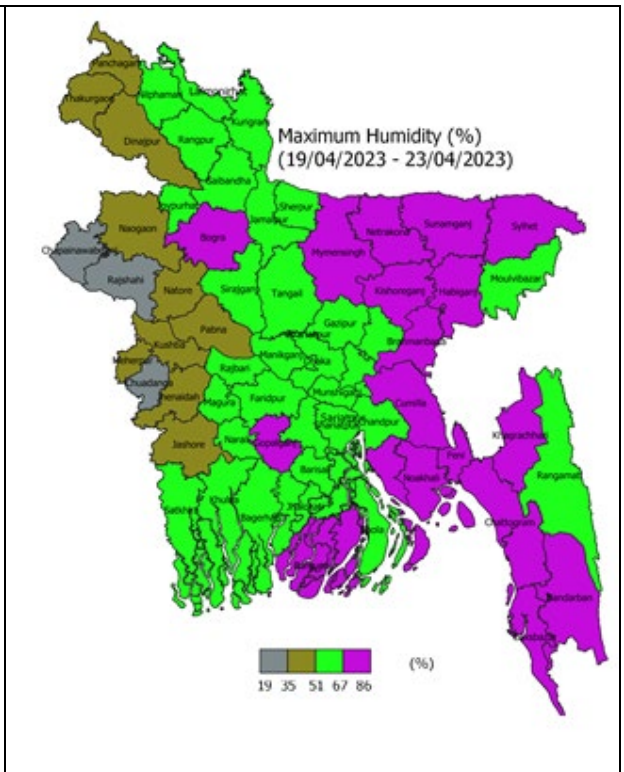
Maximum Humidity (%)
(19/04/2023 - 23/04/2023)
(%)
19 35 51 67 86

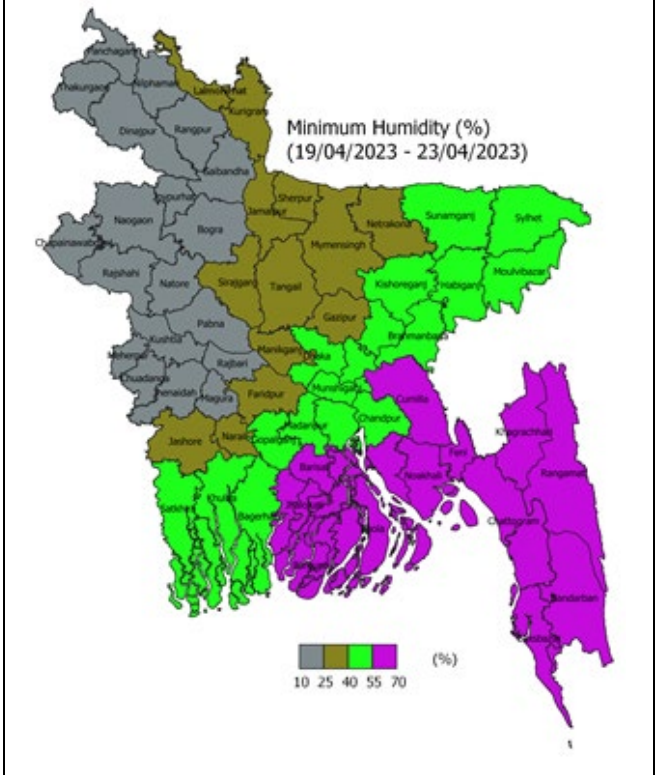
Minimum Humidity (%)
(19/04/2023 - 23/04/2023)
(%)
10 25 40 55 70

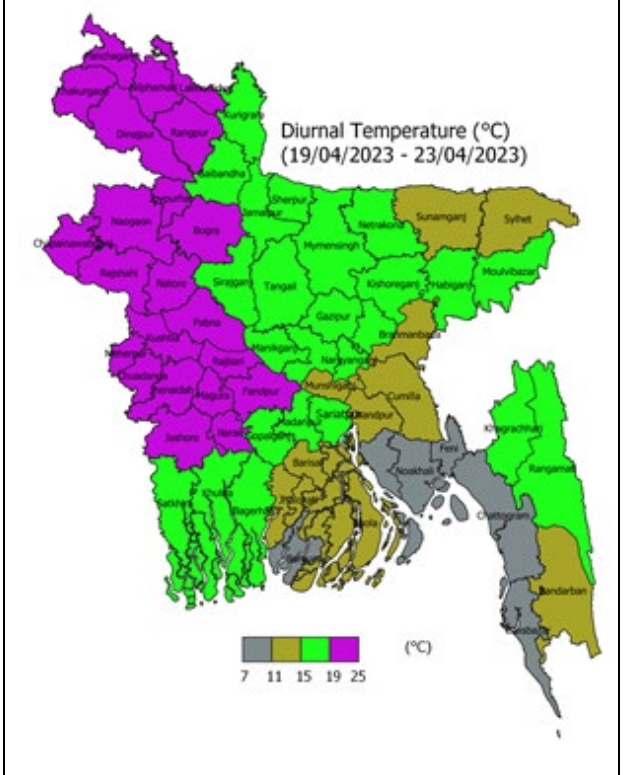
Diurnal Temperature (°C)
(19/04/2023 - 23/04/2023)
(°C)
7 11 15 19 25

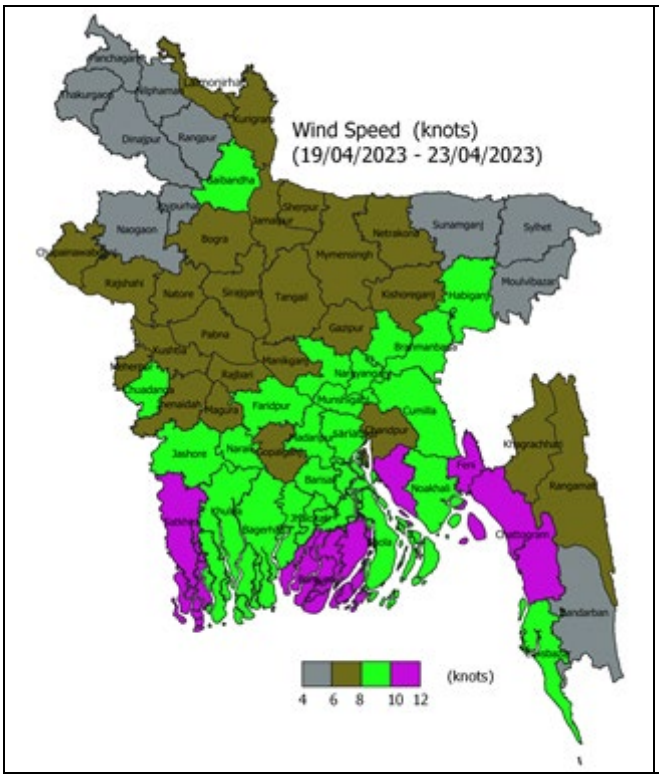

Wind Speed (knots)
(19/04/2023 - 23/04/2023)
(knots)
4 6 8 10 12

Different Satellite Products over Bangladesh

NOAA/VIIRS BLENDED NDVI composite for the week. No. 15 (09 April-15 April) over Agricultural regions of Bangladesh

NOAA/ AVHRR BLENDED VCI composite for the week No. 15 (09 April-15 April) over Agricultural regions of Bangladesh

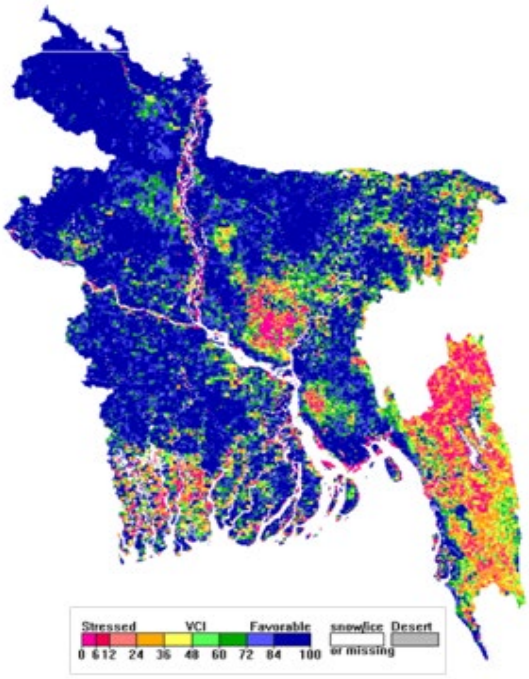

NOAA/ AVHRR BLENDED TCI composite for the week No. 15 (09 April-15 April) over Agricultural regions of Bangladesh

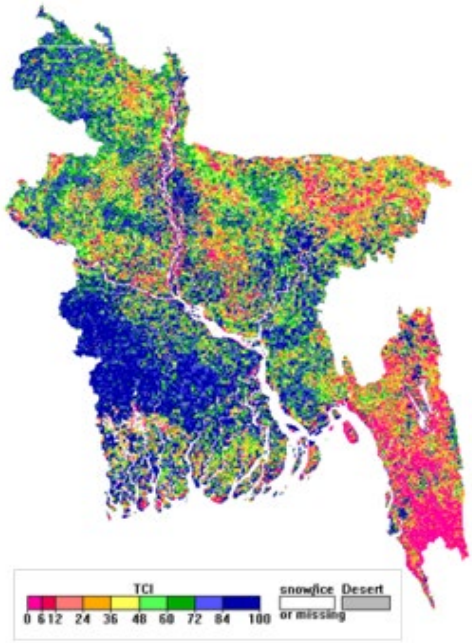

NOAA/ AVHRR BLENDED VHI composite for the week No. 15 (09 April-15 April) over Agricultural regions of Bangladesh

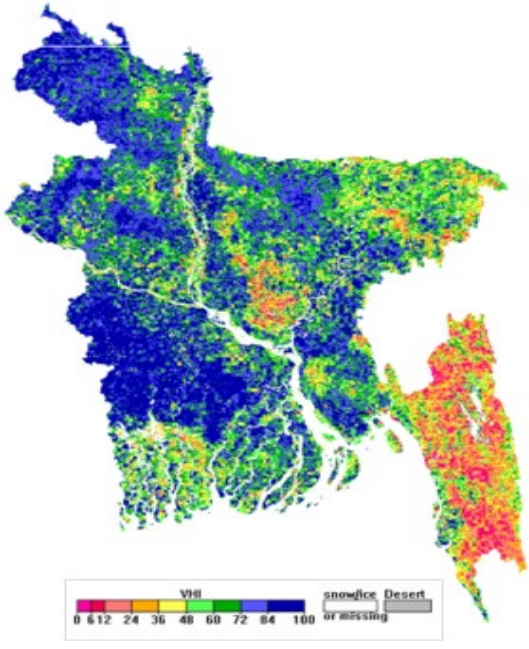

মুখ্য কৃষি আবহাওয়া পরামর্শ

মধ্য মেয়াদি পূর্বাভাস অনুযায়ী আগামী পাঁচ দিনে দেশের কিছু জেলায় হালকা থেকে মাঝারি ধরনের বৃষ্টিপাত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। । এই পরিস্থিতিতে নিম্নলিখিত কৃষি আবহাওয়া পরামর্শ প্রদান করা হলো:

রাজশাহী অঞ্চল (জেলাসমূহ: রাজশাহী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, নাটোর, এবং নওগাঁ)

পাট

- **পর্যায়:** অংগজ
- পোকা মাকড় ও রোগ বালাই এর আক্রমণ থেকে রক্ষা পেতে পাট ক্ষেত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও আগাছামুক্ত রাখুন।
- পাটের বর্ধনশীল পর্যায়ে জমিতে যাতে অতিরিক্ত পানি জমে না থাকে সেজন্য সেচ ও নিষ্কাশন নালা আগাছা মুক্ত ও পরিষ্কার রাখুন।
- বপনের ২০-২৫ দিন পর ২য় নিড়ানি, মালচিং ও চারা পাতলা করণের জন্য পরামর্শ দেওয়া হলো।
- চলমান আবহাওয়া পরিস্থিতিতে এবং ফসলের বর্তমান অবস্থায় পাটক্ষেতে উরচুংগা পোকার আক্রমণ হতে পারে। আক্রমণ দেখা গেলে দমনের জন্য ক্লোরপাইরিফস ২০ইসি @ ২.০মিলি পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।
- ফসলের বর্তমান অবস্থায় পাটক্ষেতে হলুদ মাকড় এর আক্রমণ হতে পারে। আক্রমণ দেখা গেলে সালফার জাতীয় মাকড় নাশক যেমন, থিয়োভিট ৮০ডব্লিউজি @ ৩.৫গ্রাম/লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- ফসলের এ পর্যায়ে পাটক্ষেতে শুঁয়োপোকা ও সেমিলুপার পোকার আক্রমণ হতে পারে। আক্রমণের প্রাথমিক পর্যায়ে হাত বাছাই এর মাধ্যমে পাতা সহ পোকার ডিম ও কীড়া সংগ্রহ করে আগুনে পুড়িয়ে অথবা কেরোসিন পানিতে ডুবিয়ে ধ্বংস করে ফেলতে হবে। আক্রমণ প্রকট হলে ডায়াজিনন ৬০ইসি @ ১.০মিলি/লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- চলমান আবহাওয়া পরিস্থিতিতে এবং ফসলের বর্তমান অবস্থায় পাট ক্ষেতে চারা ঝলসানো ও কান্ডপচা রোগের আক্রমণ দেখা যেতে পারে। রোগ দমনের জন্য ম্যানকোজেব (ডাইথেন-এম ৪৫/ইন্ডোফিল এম ৪৫)@ ২ গ্রাম/লিটার পানিতে মিশিয়ে মেঘমুক্ত আবহাওয়ায় স্প্রে করুন। সব ধরনের বালাই ব্যবস্থাপনা মেঘমুক্ত ও রৌদ্রোজ্জ্বল আবহাওয়ায় করা উত্তম।
- বপনের ৪০-৫০ দিন পর ৩য় ও শেষ নিড়ানি, মালচিং ও চারা পাতলা করণের জন্য পরামর্শ দেওয়া হলো। এ পর্যায়ে যে সমস্ত চারা তুলনামূলকভাবে দুর্বল ও বৃদ্ধি কম সে গুলো তুলে ফেলাই উত্তম।
- বাতাসের গতি বেশি হলে দেশী পাট যে গুলো ৪ ফুটের বেশি লম্বা সে গুলো হেলে পড়ার সম্ভাবনা থাকে। এই হেলে পড়া থেকে রক্ষার জন্য ক্ষেতের চার পাশের ৪-৫টি পাটগাছকে একত্রে বেঁধে রাখার পরামর্শ দেওয়া হলো।
- বীজ বপনের ৪৫ দিন পর জাত ভেদে হেক্টর প্রতি ৮০-১০০ কেজি ইউরিয়া সার (২য় ও শেষ ডোজ) উপরি প্রয়োগের পরামর্শ দেওয়া হলো।
- নিয়মিত পাটক্ষেত পর্যবেক্ষণ করুন ও সময়োপযোগী ও কার্যকর রোগ-বালাই দমনের ব্যবস্থা নিন।
- আবহাওয়ার বর্তমান পরিস্থিতিতে কান্ড পচা রোগের আক্রমণ দেখা দিতে পারে। ম্যানকোজেব @ গ্রাম / লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রয়োগ করতে হবে।

ধান বোরো

- **পর্যায়:**পরিপক্ক থেকে কর্তন
- ধান ৮০% পরিপক্ক হয়ে গেলে সংগ্রহ করে দ্রুত নিরাপদ জায়গায় রাখুন।
- ফসল সংগ্রহের ১৫ দিন আগে জমি থেকে পানি নিষ্কাশন করে ফেলুন।

সবজি

- তাপমাত্রা বৃদ্ধির কারণে, সবজি ফসলে শোষক পোকার আক্রমণের সম্ভাবনা রয়েছে। এই পোকা নিয়ন্ত্রণের জন্য ম্যালাথিয়ন ৫৭ইসি/ডাইমেথয়েট ৪০ ইসি @ ১.০ মিলি/লিটার পানিতে মিশিয়ে সপ্তাহে একবার স্প্রে করুন।

- বর্তমান আবহাওয়ায়, বেগুনে ডগা ও ফল ছিদ্রকারী পোকার আক্রমণ হওয়ার সম্ভাবনা আছে। পোকা দমনের জন্য সাইপারমেথ্রিন ১০ ইসি @০.৫ মিলি/লিটার বা এমামেকটিন বেনজয়েট ৫ এসজি @ ১.০গ্রাম/লিটার বা ডেল্টামেথ্রিন ২.৫ ইসি @১.০মিলি/লিটার বা ডায়াজিনন ৬০ ইসি @ ১.০ মিলি/লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- বর্তমান আবহাওয়ায় ঢেঁড়স ফসলে পাতা ফড়িং পোকার উপদ্রব হতে পারে, তাই নিয়মিত পর্যবেক্ষণ প্রয়োজন। পাতা ফড়িং নিয়ন্ত্রণের জন্য ইমিডাক্লোপ্রিড @ ০.৫ মিলি/লিটার অথবা সাইপারমেথ্রিন @ ১.০মিলি/লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করা যেতে পারে।
- সেচ প্রয়োগ করুন।

উদ্যান ফসল

- বিরাজমান আবহাওয়া আমে মাছি পোকা আক্রমণের অনুকূল। মাছিপোকা নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রতি একরে ৩২টি ফেরোমন ফাঁদ স্থাপনের জন্য পরামর্শ দেওয়া হলো।
- দন্ডায়মান উদ্যান ফসলে উইপোকার আক্রমণ হতে পারে। উইপোকা দমনের জন্য ক্লোরপাইরিফস ২০ ইসি অথবা ফিপ্রোনিল ৫এসএল @ ২.০মিলি/লিটার পানিতে মিশিয়ে আক্রান্ত স্থানে স্প্রে করার পরামর্শ দেওয়া হলো।
- দমকা বাতাসে কলা ও পেঁপে গাছ যাতে নুয়ে না পড়ে সে জন্য গাছের সাথে খুঁটি দেওয়া যেতে পারে। বর্তমান আবহাওয়ায় পরিপক্ক ও অক্ষত কলা এবং পেঁপে সংগ্রহ করুন এবং ছত্রাকজনিত রোগ নিয়ন্ত্রণের জন্য গাছে কপার অক্সিক্লোরাইড @ ৩ গ্রাম/ লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- সেচ প্রয়োগ করুন।

গবাদি পশু

- গবাদি পশুকে কৃমিনাশক প্রদান করুন।
- মশা মাছি কমানোর জন্য ন্যাপথালিন কিংবা তারপিন তেল ব্যবহার করা যায়।
- রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য মিনারেল মিক্সচার খাওয়ান।
- গবাদি পশুকে পর্যাপ্ত ঠান্ডা পানি পান করান।
- ঝড়, বৃষ্টি, বজ্রপাত থেকে রক্ষার জন্য গবাদি পশুকে নিরাপদ জায়গায় রাখুন।
- গোয়ালঘরে বাতাস চলাচলের সুব্যবস্থা রাখুন।
- গোয়াল ঘর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখুন।

হাঁসমুরগী

- রানীক্ষেত, কলেরা, ডাকপ্লেগ রোগের টিকা না দেওয়া থাকলে টিকা দিন।
- রোগ দেখা দিলে আক্রান্ত হাঁসমুরগী সরিয়ে ফেলুন।
- পরিস্কার পানি কিংবা অধিকতর গরমে গ্লুকোজ স্যালাইন ব্যবহার করুন।
- হাঁসমুরগীর থাকার জায়গা পরিষ্কার রাখুন।

মৎস্য

- পুকুরের গভীরতা ১-১.৫ মিটার বজায় রাখুন।
- মজুদ পরবর্তী সার নির্দিষ্ট হারে (প্রতি দিন প্রতি শতাংশে- ইউরিয়া ৬ গ্রাম , টিএসপি ৪গ্রাম) প্রয়োগ করুন।
- প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ে ও নির্দিষ্ট স্থানে পরিমাণমত ভালো মানের খাবার প্রয়োগ করুন।
- নিজেদের তৈরি খাবার হলে ফরমুলা অনুযায়ী আমিষসহ অন্যান্য উপাদানের শতকরা হার বজায় রাখুন।
- মাছ ঠিকমত খাবার গ্রহণ করছে কি না পর্যবেক্ষণ করুন।
- ১৫ দিন পর পর নমুনায়ন করে মাছের বাড়ার হার ও রোগবালাই আছে কি না-পর্যবেক্ষণ করুন।
- মাছের রোগবালাই দেখা দিলে নিকটস্থ উপজেলা মৎস্য অফিসে যোগাযোগ করুন।

রংপুর অঞ্চল (জেলাসমূহ: রংপুর, কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা, লালমনিরহাট, এবং নীলফামারী)

পাট

- **পর্যায়:**অংগজ
- পোকা মাকড় ও রোগ বালাই এর আক্রমণ থেকে রক্ষা পেতে পাট ক্ষেত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও আগাছামুক্ত রাখুন।
- পাটের বর্ধনশীল পর্যায়ে জমিতে যাতে অতিরিক্ত পানি জমে না থাকে সেজন্য সেচ ও নিষ্কাশন নালা আগাছা মুক্ত ও পরিষ্কার রাখুন।
- বপনের ২০-২৫ দিন পর ২য় নিড়ানি, মালচিং ও চারা পাতলা করণের জন্য পরামর্শ দেওয়া হলো।
- চলমান আবহাওয়া পরিস্থিতিতে এবং ফসলের বর্তমান অবস্থায় পাটক্ষেতে উরচুংগা পোকার আক্রমণ হতে পারে। আক্রমণ দেখা গেলে দমনের জন্য ক্লোরপাইরিফস ২০ইসি @ ২.০মিলি পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।
- ফসলের বর্তমান অবস্থায় পাটক্ষেতে হলুদ মাকড় এর আক্রমণ হতে পারে। আক্রমণ দেখা গেলে সালফার জাতীয় মাকড় নাশক যেমন, থিয়োভিট ৮০ডব্লিউজি @ ৩.৫গ্রাম/লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- ফসলের এ পর্যায়ে পাটক্ষেতে শুঁয়োপোকা ও সেমিলুপার পোকার আক্রমণ হতে পারে। আক্রমণের প্রাথমিক পর্যায়ে হাত বাছাই এর মাধ্যমে পাতা সহ পোকার ডিম ও কীড়া সংগ্রহ করে আগুনে পুড়িয়ে অথবা কেরোসিন পানিতে ডুবিয়ে ধ্বংস করে ফেলতে হবে। আক্রমণ প্রকট হলে ডায়াজিনন ৬০ইসি @ ১.০মিলি/লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- চলমান আবহাওয়া পরিস্থিতিতে এবং ফসলের বর্তমান অবস্থায় পাট ক্ষেতে চারা ঝলসানো ও কান্ডপচা রোগের আক্রমণ দেখা যেতে পারে। রোগ দমনের জন্য ম্যানকোজেব (ডাইথেন-এম ৪৫/ইন্ডোফিল এম ৪৫)@ ২ গ্রাম/লিটার পানিতে মিশিয়ে মেঘমুক্ত আবহাওয়ায় স্প্রে করুন। সব ধরনের বালাই ব্যবস্থাপনা মেঘমুক্ত ও রৌদ্রোজ্জ্বল আবহাওয়ায় করা উত্তম।
- বপনের ৪০-৫০ দিন পর ৩য় ও শেষ নিড়ানি, মালচিং ও চারা পাতলা করণের জন্য পরামর্শ দেওয়া হলো। এ পর্যায়ে যে সমস্ত চারা তুলনামূলকভাবে দুর্বল ও বৃদ্ধি কম সে গুলো তুলে ফেলাই উত্তম।
- বাতাসের গতি বেশি হলে দেশী পাট যে গুলো ৪ ফুটের বেশি লম্বা সে গুলো হেলে পড়ার সম্ভাবনা থাকে। এই হেলে পড়া থেকে রক্ষার জন্য ক্ষেতের চার পাশের ৪-৫টি পাটগাছকে একত্রে বেঁধে রাখার পরামর্শ দেওয়া হলো।
- বীজ বপনের ৪৫ দিন পর জাত ভেদে হেক্টর প্রতি ৮০-১০০ কেজি ইউরিয়া সার (২য় ও শেষ ডোজ) উপরি প্রয়োগের পরামর্শ দেওয়া হলো।
- নিয়মিত পাটক্ষেত পর্যবেক্ষণ করুন ও সময়োপযোগী ও কার্যকর রোগ-বালাই দমনের ব্যবস্থা নিন।

ধান আউশ

- **পর্যায়:**কুশি গজানো
- সেচ প্রয়োগ করুন।

সবজি

- তাপমাত্রা বৃদ্ধির কারণে, সবজি ফসলে শোষক পোকার আক্রমণের সম্ভাবনা রয়েছে। এই পোকা নিয়ন্ত্রণের জন্য ম্যালাথিয়ন ৫৭ইস/ডাইমেথয়েট ৪০ ইসি @ ১.০ মিলি/লিটার পানিতে মিশিয়ে সপ্তাহে একবার স্প্রে করুন।
- বর্তমান আবহাওয়ায়, বেগুনে ডগা ও ফল ছিদ্রকারী পোকার আক্রমণ হওয়ার সম্ভাবনা আছে। পোকা দমনের জন্য সাইপারমেথ্রিন ১০ ইসি @০.৫ মিলি/লিটার বা এমামেকটিন বেনজয়েট ৫ এসজি @ ১.০গ্রাম/লিটার বা ডেল্টামেথ্রিন ২.৫ ইসি @১.০মিলি/লিটার বা ডায়াজিনন ৬০ ইসি @ ১.০ মিলি/লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- বর্তমান আবহাওয়ায় ঢেঁড়স ফসলে পাতা ফড়িং পোকার উপদ্রব হতে পারে, তাই নিয়মিত পর্যবেক্ষণ প্রয়োজন। পাতা ফড়িং নিয়ন্ত্রণের জন্য ইমিডাক্লোপ্রিড @ ০.৫ মিলি/লিটার অথবা সাইপারমেথ্রিন @ ১.০মিলি/লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করা যেতে পারে।
- সেচ প্রয়োগ করুন।

উদ্যান ফসল

- বিরাজমান আবহাওয়া আমে মাছি পোকা আক্রমণের অনুকূল। মাছিপোকা নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রতি একরে ৩২টি ফেরোমন ফাঁদ স্থাপনের জন্য পরামর্শ দেওয়া হলো।
- দন্ডায়মান উদ্যান ফসলে উইপোকার আক্রমণ হতে পারে। উইপোকা দমনের জন্য ক্লোরপাইরিফস ২০ ইসি অথবা ফিপ্রোনিল ৫এসএল @ ২.০মিলি/লিটার পানিতে মিশিয়ে আক্রান্ত স্থানে স্প্রে করার পরামর্শ দেওয়া হলো।
- দমকা বাতাসে কলা ও পেঁপে গাছ যাতে নুয়ে না পড়ে সে জন্য গাছের সাথে খুঁটি দেওয়া যেতে পারে। বর্তমান আবহাওয়ায় পরিপক্ক ও অক্ষত কলা এবং পেঁপে সংগ্রহ করুন এবং ছত্রাকজনিত রোগ নিয়ন্ত্রণের জন্য গাছে কপার অক্সিক্লোরাইড @ ৩ গ্রাম/ লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- সেচ প্রয়োগ করুন।

গবাদি পশু

- গবাদি পশুকে কৃমিনাশক প্রদান করুন।
- মশা মাছি কমানোর জন্য ন্যাপথালিন কিংবা তারপিন তেল ব্যবহার করা যায়।
- রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য মিনারেল মিক্সচার খাওয়ান।
- গবাদি পশুকে পর্যাপ্ত ঠান্ডা পানি পান করান।
- ঝড়, বৃষ্টি, বজ্রপাত থেকে রক্ষার জন্য গবাদি পশুকে নিরাপদ জায়গায় রাখুন।
- গোয়ালঘরে বাতাস চলাচলের সুব্যবস্থা রাখুন।
- গোয়াল ঘর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখুন।

হাঁসমুরগী

- রানীক্ষেত, কলেরা, ডাকপ্লেগ রোগের টিকা না দেওয়া থাকলে টিকা দিন।
- রোগ দেখা দিলে আক্রান্ত হাঁসমুরগী সরিয়ে ফেলুন।
- পরিস্কার পানি কিংবা অধিকতর গরমে গ্লুকোজ স্যালাইন ব্যবহার করুন।
- হাঁসমুরগীর থাকার জায়গা পরিষ্কার রাখুন।

মৎস্য

- পুকুরের গভীরতা ১-১.৫ মিটার বজায় রাখুন।
- মজুদ পরবর্তী সার নির্দিষ্ট হারে (প্রতি দিন প্রতি শতাংশে- ইউরিয়া ৬ গ্রাম , টিএসপি ৪গ্রাম) প্রয়োগ করুন।
- প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ে ও নির্দিষ্ট স্থানে পরিমাণমত ভালো মানের খাবার প্রয়োগ করুন।
- নিজেদের তৈরি খাবার হলে ফরমুলা অনুযায়ী আমিষসহ অন্যান্য উপাদানের শতকরা হার বজায় রাখুন।
- মাছ ঠিকমত খাবার গ্রহণ করছে কি না পর্যবেক্ষণ করুন।
- ১৫ দিন পর পর নমুনায়ন করে মাছের বাড়ার হার ও রোগবালাই আছে কি না-পর্যবেক্ষণ করুন।
- মাছের রোগবালাই দেখা দিলে নিকটস্থ উপজেলা মৎস্য অফিসে যোগাযোগ করুন।

দিনাজপুর অঞ্চল (জেলাসমূহ: দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও এবং পঞ্চগড়)

পাট

- **পর্যায়:**অংগজ
- পোকা মাকড় ও রোগ বালাই এর আক্রমণ থেকে রক্ষা পেতে পাট ক্ষেত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও আগাছামুক্ত রাখুন।
- পাটের বর্ধনশীল পর্যায়ে জমিতে যাতে অতিরিক্ত পানি জমে না থাকে সেজন্য সেচ ও নিষ্কাশন নালা আগাছা মুক্ত ও পরিষ্কার রাখুন।
- বপনের ২০-২৫ দিন পর ২য় নিড়ানি, মালচিং ও চারা পাতলা করণের জন্য পরামর্শ দেওয়া হলো।

- চলমান আবহাওয়া পরিস্থিতিতে এবং ফসলের বর্তমান অবস্থায় পাটক্ষেতে উরচুংগা পোকার আক্রমণ হতে পারে। আক্রমণ দেখা গেলে দমনের জন্য ক্লোরপাইরিফস ২০ইসি @ ২.০মিলি পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।
- ফসলের বর্তমান অবস্থায় পাটক্ষেতে হলুদ মাকড় এর আক্রমণ হতে পারে। আক্রমণ দেখা গেলে সালফার জাতীয় মাকড় নাশক যেমন, থিয়োভিট ৮০ডব্লিউজি @ ৩.৫গ্রাম/লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- ফসলের এ পর্যায়ে পাটক্ষেতে শুঁয়োপোকা ও সেমিলুপার পোকার আক্রমণ হতে পারে। আক্রমণের প্রাথমিক পর্যায়ে হাত বাছাই এর মাধ্যমে পাতা সহ পোকার ডিম ও কীড়া সংগ্রহ করে আগুনে পুড়িয়ে অথবা কেরোসিন পানিতে ডুবিয়ে ধ্বংস করে ফেলতে হবে। আক্রমণ প্রকট হলে ডায়াজিনন ৬০ইসি @ ১.০মিলি/লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- চলমান আবহাওয়া পরিস্থিতিতে এবং ফসলের বর্তমান অবস্থায় পাট ক্ষেতে চারা ঝলসানো ও কান্ডপচা রোগের আক্রমণ দেখা যেতে পারে। রোগ দমনের জন্য ম্যানকোজেব (ডাইথেন-এম ৪৫/ইন্ডোফিল এম ৪৫)@ ২ গ্রাম/লিটার পানিতে মিশিয়ে মেঘমুক্ত আবহাওয়ায় স্প্রে করুন। সব ধরনের বালাই ব্যবস্থাপনা মেঘমুক্ত ও রৌদ্রোজ্জ্বল আবহাওয়ায় করা উত্তম।
- বপনের ৪০-৫০ দিন পর ৩য় ও শেষ নিড়ানি, মালচিং ও চারা পাতলা করণের জন্য পরামর্শ দেওয়া হলো। এ পর্যায়ে যে সমস্ত চারা তুলনামূলকভাবে দুর্বল ও বৃদ্ধি কম সে গুলো তুলে ফেলাই উত্তম।
- বাতাসের গতি বেশি হলে দেশী পাট যে গুলো ৪ ফুটের বেশি লম্বা সে গুলো হেলে পড়ার সম্ভাবনা থাকে। এই হেলে পড়া থেকে রক্ষার জন্য ক্ষেতের চার পাশের ৪-৫টি পাটগাছকে একত্রে বেঁধে রাখার পরামর্শ দেওয়া হলো।
- বীজ বপনের ৪৫ দিন পর জাত ভেদে হেক্টর প্রতি ৮০-১০০ কেজি ইউরিয়া সার (২য় ও শেষ ডোজ) উপরি প্রয়োগের পরামর্শ দেওয়া হলো।
- নিয়মিত পাটক্ষেত পর্যবেক্ষণ করুন ও সময়োপযোগী ও কার্যকর রোগ-বালাই দমনের ব্যবস্থা নিন।

ধান আউশ

- **পর্যায়:**কুশি গজানো
- সেচ প্রয়োগ করুন।

সবজি

- তাপমাত্রা বৃদ্ধির কারণে, সবজি ফসলে শোষক পোকার আক্রমণের সম্ভাবনা রয়েছে। এই পোকা নিয়ন্ত্রণের জন্য ম্যালাথিয়ন ৫৭ইসি/ডাইমেথয়েট ৪০ ইসি @ ১.০ মিলি/লিটার পানিতে মিশিয়ে সপ্তাহে একবার স্প্রে করুন।
- বর্তমান আবহাওয়ায়, বেগুনে ডগা ও ফল ছিদ্রকারী পোকার আক্রমণ হওয়ার সম্ভাবনা আছে। পোকা দমনের জন্য সাইপারমেথ্রিন ১০ ইসি @০.৫ মিলি/লিটার বা এমামেকটিন বেনজয়েট ৫ এসজি @ ১.০গ্রাম/লিটার বা ডেল্টামেথ্রিন ২.৫ ইসি @১.০মিলি/লিটার বা ডায়াজিনন ৬০ ইসি @ ১.০ মিলি/লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- বর্তমান আবহাওয়ায় ঢেঁড়স ফসলে পাতা ফড়িং পোকার উপদ্রব হতে পারে, তাই নিয়মিত পর্যবেক্ষণ প্রয়োজন। পাতা ফড়িং নিয়ন্ত্রণের জন্য ইমিডাক্লোপ্রিড @ ০.৫ মিলি/লিটার অথবা সাইপারমেথ্রিন @ ১.০মিলি/লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করা যেতে পারে।
- সেচ প্রয়োগ করুন।

উদ্যান ফসল

- বিরাজমান আবহাওয়া আমে মাছি পোকা আক্রমণের অনুকূল। মাছিপোকা নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রতি একরে ৩২টি ফেরোমন ফাঁদ স্থাপনের জন্য পরামর্শ দেওয়া হলো।
- দন্ডায়মান উদ্যান ফসলে উইপোকার আক্রমণ হতে পারে। উইপোকা দমনের জন্য ক্লোরপাইরিফস ২০ ইসি অথবা ফিপ্রোনিল ৫এসএল @ ২.০মিলি/লিটার পানিতে মিশিয়ে আক্রান্ত স্থানে স্প্রে করার পরামর্শ দেওয়া হলো।
- দমকা বাতাসে কলা ও পেঁপে গাছ যাতে নুয়ে না পড়ে সে জন্য গাছের সাথে খুঁটি দেওয়া যেতে পারে। বর্তমান আবহাওয়ায় পরিপক্ক ও অক্ষত কলা এবং পেঁপে সংগ্রহ করুন এবং ছত্রাকজনিত রোগ নিয়ন্ত্রণের জন্য গাছে কপার অক্সিক্লোরাইড @ ৩ গ্রাম/ লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- সেচ প্রয়োগ করুন।

গবাদি পশু

- গবাদি পশুকে কৃমিনাশক প্রদান করুন।
- মশা মাছি কমানোর জন্য ন্যাপথালিন কিংবা তারপিন তেল ব্যবহার করা যায়।
- রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য মিনারেল মিক্সচার খাওয়ান।
- গবাদি পশুকে পর্যাপ্ত ঠান্ডা পানি পান করান।
- ঝড়, বৃষ্টি, বজ্রপাত থেকে রক্ষার জন্য গবাদি পশুকে নিরাপদ জায়গায় রাখুন।
- গোয়ালঘরে বাতাস চলাচলের সুব্যবস্থা রাখুন।
- গোয়াল ঘর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখুন।

হাঁসমুরগী

- রানীক্ষেত, কলেরা, ডাকপ্লেগ রোগের টিকা না দেওয়া থাকলে টিকা দিন।
- রোগ দেখা দিলে আক্রান্ত হাঁসমুরগী সরিয়ে ফেলুন।
- পরিস্কার পানি কিংবা অধিকতর গরমে গ্লুকোজ স্যালাইন ব্যবহার করুন।
- হাঁসমুরগীর থাকার জায়গা পরিষ্কার রাখুন।

মৎস্য

- পুকুরের গভীরতা ১-১.৫ মিটার বজায় রাখুন।
- মজুদ পরবর্তী সার নির্দিষ্ট হারে (প্রতি দিন প্রতি শতাংশে- ইউরিয়া ৬ গ্রাম , টিএসপি ৪গ্রাম) প্রয়োগ করুন।
- প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ে ও নির্দিষ্ট স্থানে পরিমাণমত ভালো মানের খাবার প্রয়োগ করুন।
- নিজেদের তৈরি খাবার হলে ফরমুলা অনুযায়ী আমিষসহ অন্যান্য উপাদানের শতকরা হার বজায় রাখুন।
- মাছ ঠিকমত খাবার গ্রহণ করছে কি না পর্যবেক্ষণ করুন।
- ১৫ দিন পর পর নমুনায়ন করে মাছের বাড়ার হার ও রোগবালাই আছে কি না-পর্যবেক্ষণ করুন।
- মাছের রোগবালাই দেখা দিলে নিকটস্থ উপজেলা মৎস্য অফিসে যোগাযোগ করুন।

বগুড়া অঞ্চল (জেলাসমূহ: বগুড়া, জয়পুরহাট, পাবনা এবং সিরাজগঞ্জ)

পাট

- **পর্যায়:**অংগজ
- পোকা মাকড় ও রোগ বালাই এর আক্রমণ থেকে রক্ষা পেতে পাট ক্ষেত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও আগাছামুক্ত রাখুন।
- পাটের বর্ধনশীল পর্যায়ে জমিতে যাতে অতিরিক্ত পানি জমে না থাকে সেজন্য সেচ ও নিষ্কাশন নালা আগাছা মুক্ত ও পরিষ্কার রাখুন।
- বপনের ২০-২৫ দিন পর ২য় নিড়ানি, মালচিং ও চারা পাতলা করণের জন্য পরামর্শ দেওয়া হলো।
- চলমান আবহাওয়া পরিস্থিতিতে এবং ফসলের বর্তমান অবস্থায় পাটক্ষেতে উরচুংগা পোকার আক্রমণ হতে পারে। আক্রমণ দেখা গেলে দমনের জন্য ক্লোরপাইরিফস ২০ইসি @ ২.০মিলি পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।
- ফসলের বর্তমান অবস্থায় পাটক্ষেতে হলুদ মাকড় এর আক্রমণ হতে পারে। আক্রমণ দেখা গেলে সালফার জাতীয় মাকড় নাশক যেমন, থিয়োভিট ৮০ডব্লিউজি @ ৩.৫গ্রাম/লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- ফসলের এ পর্যায়ে পাটক্ষেতে শুঁয়োপোকা ও সেমিলুপার পোকার আক্রমণ হতে পারে। আক্রমণের প্রাথমিক পর্যায়ে হাত বাছাই এর মাধ্যমে পাতা সহ পোকার ডিম ও কীড়া সংগ্রহ করে আগুনে পুড়িয়ে অথবা কেরোসিন পানিতে ডুবিয়ে ধ্বংস করে ফেলতে হবে। আক্রমণ প্রকট হলে ডায়াজিনন ৬০ইসি @ ১.০মিলি/লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করুন।

- চলমান আবহাওয়া পরিস্থিতিতে এবং ফসলের বর্তমান অবস্থায় পাট ক্ষেতে চারা ঝলসানো ও কান্ডপচা রোগের আক্রমণ দেখা যেতে পারে। রোগ দমনের জন্য ম্যানকোজেব (ডাইথেন-এম ৪৫/ইন্ডোফিল এম ৪৫)® ২ গ্রাম/লিটার পানিতে মিশিয়ে মেঘমুক্ত আবহাওয়ায় স্প্রে করুন। সব ধরনের বালাই ব্যবস্থাপনা মেঘমুক্ত ও রৌদ্রোজ্জ্বল আবহাওয়ায় করা উত্তম।
- বপনের ৪০-৫০ দিন পর ৩য় ও শেষ নিড়ানি, মালচিং ও চারা পাতলা করণের জন্য পরামর্শ দেওয়া হলো। এ পর্যায়ে যে সমস্ত চারা তুলনামূলকভাবে দুর্বল ও বৃদ্ধি কম সে গুলো তুলে ফেলাই উত্তম।
- বাতাসের গতি বেশি হলে দেশী পাট যে গুলো ৪ ফুটের বেশি লম্বা সে গুলো হেলে পড়ার সম্ভাবনা থাকে। এই হেলে পড়া থেকে রক্ষার জন্য ক্ষেতের চার পাশের ৪-৫টি পাটগাছকে একত্রে বেঁধে রাখার পরামর্শ দেওয়া হলো।
- বীজ বপনের ৪৫ দিন পর জাত ভেদে হেক্টর প্রতি ৮০-১০০ কেজি ইউরিয়া সার (২য় ও শেষ ডোজ) উপরি প্রয়োগের পরামর্শ দেওয়া হলো।
- নিয়মিত পাটক্ষেত পর্যবেক্ষণ করুন ও সময়োপযোগী ও কার্যকর রোগ-বালাই দমনের ব্যবস্থা নিন।

ধান বোরো

- **পর্যায়:**দানা জমাট বাঁধা
- প্রতি ২ সারি পর পর গাছগুলো নাড়াতে হবে যাতে সূর্যের আলো সারির মধ্যে সঠিকভাবে যেতে পারে।
- কীটনাশক স্প্রে করার আগে জমি থেকে পানি বের করে দিন।
- গাছের বৃদ্ধির এই র্পযায়ে ও চলমান আবহাওয়ায় বোরো ধানে গান্ধী পোকা এর আক্রমণ দেখা দিতে পারে। গান্ধী পোকার আক্রমণ থেকে ধানক্ষেত রক্ষার জন্য কারবারিল (৮৫ পাউডার) ২.০গ্রাম/লি: অথবা ক্লোরপাইরিফস (২০ইসি) ২.০মিলি./লি: পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করুন। অতিরিক্ত সেচ প্রয়োগ থেকে বিরত থাকতে হবে যেন ধানের গাছের গোড়া পচে না যায়।
- বাদামী গাছ ফড়িং এর আক্রমণ দেখা গেলে কীটনাশক আইসোপ্রোকার্ব ২.৫ গ্রাম অথবা ইমিডাক্লোপ্রিড ২.০ মিলি/লি: পানিতে মিশিয়ে মেঘমুক্ত আবহাওয়া এবং বৃষ্টির পূর্বাভাস না থাকলে স্প্রে করুন।
- জমির পানির স্তর ২-৫ সেমি বজায় রাখুন।
- সেচ প্রয়োগ করুন।

সবজি

- তাপমাত্রা বৃদ্ধির কারণে, সবজি ফসলে শোষক পোকার আক্রমণের সম্ভাবনা রয়েছে। এই পোকা নিয়ন্ত্রণের জন্য ম্যালাথিয়ন ৫৭ইাস/ডাইমেথয়েট ৪০ ইসি @ ১.০ মিলি/লিটার পানিতে মিশিয়ে সপ্তাহে একবার স্প্রে করুন।
- বর্তমান আবহাওয়ায়, বেগুনে ডগা ও ফল ছিদ্রকারী পোকার আক্রমণ হওয়ার সম্ভাবনা আছে। পোকা দমনের জন্য সাইপারমেথ্রিন ১০ ইসি @০.৫ মিলি/লিটার বা এমামেকটিন বেনজয়েট ৫ এসজি @ ১.০গ্রাম/লিটার বা ডেল্টামেথ্রিন ২.৫ ইসি @১.০মিলি/লিটার বা ডায়াজিনন ৬০ ইসি @ ১.০ মিলি/লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- বর্তমান আবহাওয়ায় ঢেঁড়স ফসলে পাতা ফড়িং পোকার উপদ্রব হতে পারে, তাই নিয়মিত পর্যবেক্ষণ প্রয়োজন। পাতা ফড়িং নিয়ন্ত্রণের জন্য ইমিডাক্লোপ্রিড @ ০.৫ মিলি/লিটার অথবা সাইপারমেথ্রিন @ ১.০মিলি/লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করা যেতে পারে।
- সেচ প্রয়োগ করুন।

উদ্যান ফসল

- বিরাজমান আবহাওয়া আমে মাছি পোকা আক্রমণের অনুকূল। মাছিপোকা নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রতি একরে ৩২টি ফেরোমন ফাঁদ স্থাপনের জন্য পরামর্শ দেওয়া হলো।
- দন্ডায়মান উদ্যান ফসলে উইপোকার আক্রমণ হতে পারে। উইপোকা দমনের জন্য ক্লোরপাইরিফস ২০ ইসি অথবা ফিপ্রোনিল ৫এসএল @ ২.০মিলি/লিটার পানিতে মিশিয়ে আক্রান্ত স্থানে স্প্রে করার পরামর্শ দেওয়া হলো।
- দমকা বাতাসে কলা ও পেঁপে গাছ যাতে নুয়ে না পড়ে সে জন্য গাছের সাথে খুঁটি দেওয়া যেতে পারে। বর্তমান আবহাওয়ায় পরিপক্ক ও অক্ষত কলা এবং পেঁপে সংগ্রহ করুন এবং ছত্রাকজনিত রোগ নিয়ন্ত্রণের জন্য গাছে কপার অক্সিক্লোরাইড @ ৩ গ্রাম/ লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করুন।

- সেচ প্রয়োগ করুন।

গবাদি পশু

- গবাদি পশুকে কৃমিনাশক প্রদান করুন।
- মশা মাছি কমানোর জন্য ন্যাপথালিন কিংবা তারপিন তেল ব্যবহার করা যায়।
- রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য মিনারেল মিক্সচার খাওয়ান।
- গবাদি পশুকে পর্যাপ্ত ঠান্ডা পানি পান করান।
- ঝড়, বৃষ্টি, বজ্রপাত থেকে রক্ষার জন্য গবাদি পশুকে নিরাপদ জায়গায় রাখুন।
- গোয়ালঘরে বাতাস চলাচলের সুব্যবস্থা রাখুন।
- গোয়াল ঘর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখুন।

হাঁসমুরগী

- রানীক্ষেত, কলেরা, ডাকপ্লেগ রোগের টিকা না দেওয়া থাকলে টিকা দিন।
- রোগ দেখা দিলে আক্রান্ত হাঁসমুরগী সরিয়ে ফেলুন।
- পরিস্কার পানি কিংবা অধিকতর গরমে গ্লুকোজ স্যালাইন ব্যবহার করুন।
- হাঁসমুরগীর থাকার জায়গা পরিষ্কার রাখুন।

মৎস্য

- পুকুরের গভীরতা ১-১.৫ মিটার বজায় রাখুন।
- মজুদ পরবর্তী সার নির্দিষ্ট হারে (প্রতি দিন প্রতি শতাংশে- ইউরিয়া ৬ গ্রাম , টিএসপি ৪গ্রাম) প্রয়োগ করুন।
- প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ে ও নির্দিষ্ট স্থানে পরিমাণমত ভালো মানের খাবার প্রয়োগ করুন।
- নিজেদের তৈরি খাবার হলে ফরমুলা অনুযায়ী আমিষসহ অন্যান্য উপাদানের শতকরা হার বজায় রাখুন।
- মাছ ঠিকমত খাবার গ্রহণ করছে কি না পর্যবেক্ষণ করুন।
- ১৫ দিন পর পর নমুনায়ন করে মাছের বাড়ার হার ও রোগবালাই আছে কি না-পর্যবেক্ষণ করুন।
- মাছের রোগবালাই দেখা দিলে নিকটস্থ উপজেলা মৎস্য অফিসে যোগাযোগ করুন।

সিলেট অঞ্চল (জেলাসমূহ: সিলেট, মৌলভীবাজার, সুনামগঞ্জ, এবং হবিগঞ্জ)

ধান আউশ

- **পর্যায়:**বীজতলা
- আউশ ধানের বীজতলা তৈরির ব্যবস্থা নিন| উঁচু জায়গায় বীজতলা তৈরি করুন এবং জমি থেকে পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা রাখুন। সমবায়ভিত্তিক বীজতলা করা যেতে পারে।
- দুই বীজতলার মাঝখানে ৪০-৫০ সেমি. নালা তৈরি করুন। এটি পানি নিষ্কাশন ও সেচ প্রদানের জন্য এবং প্রয়োজনে সার/ওষুধ প্রয়োগে কাজে লাগবে।
- অনুমোদিত জাতের বীজ ব্যবহার করুন। প্রয়োজনে বীজ শোধন করে নিন এতে রোগ বালাই এর উপদ্রব কম হবে।প্রতি বর্গ মিটার বীজতলার জন্য ৮০-১০০গ্রাম অঙ্কুরতি সুস্থ বীজ বপন করুন।
- পাখি যাতে বীজতলার বীজ নষ্ট করতে না পারে সেজন্য নিবিড় পর্যবেক্ষণ করতে হবে। চারা গজানোর ৪-৫ দিন পর বেডের উপর ২-৩ সেমি পানি রাখুন যাতে আগাছা এবং পাখির আক্রমণ নিয়ন্ত্রণ করা যায়।
- বীজতলার চারা হলুদ হয়ে গেলে প্রতি শতকে ২৮৩ গ্রাম হারে ইউরিয়া সার প্রয়োগ করুন। ইউরিয়া প্রয়োগে সমাধান না হলে প্রতি শতকে ৪০০ গ্রাম জিপসাম প্রয়োগ করুন।

- আবহাওয়ার বর্তমান পরিস্থিতিতে ব্যাকটেরিয়াজনিত পোড়া রোগের আক্রমণ দেখা দিতে পারে। দমন ব্যবস্থা: সার ব্যবস্থপনা, পটাশ+থিওভিট প্রয়োগ।

সবজি

- তাপমাত্রা বৃদ্ধির কারণে, সবজি ফসলে শোষক পোকার আক্রমণের সম্ভাবনা রয়েছে। এই পোকা নিয়ন্ত্রণের জন্য ম্যালাথিয়ন ৫৭ইসি/ডাইমেথয়েট ৪০ ইসি @ ১.০ মিলি/লিটার পানিতে মিশিয়ে সপ্তাহে একবার স্প্রে করুন।
- বর্তমান আবহাওয়ায়, বেগুনে ডগা ও ফল ছিদ্রকারী পোকার আক্রমণ হওয়ার সম্ভাবনা আছে। পোকা দমনের জন্য সাইপারমেথ্রিন ১০ ইসি @০.৫ মিলি/লিটার বা এমামেকটিন বেনজয়েট ৫ এসজি @ ১.০গ্রাম/লিটার বা ডেল্টামেথ্রিন ২.৫ ইসি @১.০মিলি/লিটার বা ডায়াজিনন ৬০ ইসি @ ১.০ মিলি/লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- বর্তমান আবহাওয়ায় ঢেঁড়স ফসলে পাতা ফড়িং পোকার উপদ্রব হতে পারে, তাই নিয়মিত পর্যবেক্ষণ প্রয়োজন। পাতা ফড়িং নিয়ন্ত্রণের জন্য ইমিডাক্লোপ্রিড @ ০.৫ মিলি/লিটার অথবা সাইপারমেথ্রিন @ ১.০মিলি/লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করা যেতে পারে।
- প্রয়োজন অনুযায়ী হালকা সেচ প্রয়োগ করুন।
- বৃষ্টিপাতের পর বালাইনাশক প্রয়োগ করুন।

উদ্যান ফসল

- বিরাজমান আবহাওয়া আমে মাছি পোকা আক্রমণের অনুকূল। মাছিপোকা নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রতি একরে ৩২টি ফেরোমন ফাঁদ স্থাপনের জন্য পরামর্শ দেওয়া হলো।
- দন্ডায়মান উদ্যান ফসলে উইপোকার আক্রমণ হতে পারে। উইপোকা দমনের জন্য ক্লোরপাইরিফস ২০ ইসি অথবা ফিপ্রোনিল ৫এসএল @ ২.০মিলি/লিটার পানিতে মিশিয়ে আক্রান্ত স্থানে স্প্রে করার পরামর্শ দেওয়া হলো।
- দমকা বাতাসে কলা ও পেঁপে গাছ যাতে নুয়ে না পড়ে সে জন্য গাছের সাথে খুঁটি দেওয়া যেতে পারে। বর্তমান আবহাওয়ায় পরিপক্ক ও অক্ষত কলা এবং পেঁপে সংগ্রহ করুন এবং ছত্রাকজনিত রোগ নিয়ন্ত্রণের জন্য গাছে কপার অক্সিক্লোরাইড @ ৩ গ্রাম/ লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- বৃষ্টিপাতের পর বালাইনাশক প্রয়োগ করুন।
- হালকা সেচ প্রয়োগ করুন।

গবাদি পশু

- গবাদি পশুকে কৃমিনাশক প্রদান করুন।
- মশা মাছি কমানোর জন্য ন্যাপথালিন কিংবা তারপিন তেল ব্যবহার করা যায়।
- রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য মিনারেল মিক্সচার খাওয়ান।
- গবাদি পশুকে পর্যাপ্ত ঠান্ডা পানি পান করান।
- ঝড়, বৃষ্টি, বজ্রপাত থেকে রক্ষার জন্য গবাদি পশুকে নিরাপদ জায়গায় রাখুন।
- গোয়ালঘরে বাতাস চলাচলের সুব্যবস্থা রাখুন।
- গোয়াল ঘর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখুন।

হাঁসমুরগী

- রানীক্ষেত, কলেরা, ডাকপ্লেগ রোগের টিকা না দেওয়া থাকলে টিকা দিন।
- রোগ দেখা দিলে আক্রান্ত হাঁসমুরগী সরিয়ে ফেলুন।
- পরিস্কার পানি কিংবা অধিকতর গরমে গ্লুকোজ স্যালাইন ব্যবহার করুন।
- হাঁসমুরগীর থাকার জায়গা পরিষ্কার রাখুন।

মৎস্য

- পুকুরের গভীরতা ১-১.৫ মিটার বজায় রাখুন।
- মজুদ পরবর্তী সার নির্দিষ্ট হারে (প্রতি দিন প্রতি শতাংশে- ইউরিয়া ৬ গ্রাম , টিএসপি ৪গ্রাম) প্রয়োগ করুন।
- প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ে ও নির্দিষ্ট স্থানে পরিমাণমত ভালো মানের খাবার প্রয়োগ করুন।
- নিজেদের তৈরি খাবার হলে ফরমুলা অনুযায়ী আমিষসহ অন্যান্য উপাদানের শতকরা হার বজায় রাখুন।
- মাছ ঠিকমত খাবার গ্রহণ করছে কি না পর্যবেক্ষণ করুন।
- ১৫ দিন পর পর নমুনায়ন করে মাছের বাড়ার হার ও রোগবালাই আছে কি না-পর্যবেক্ষণ করুন।
- মাছের রোগবালাই দেখা দিলে নিকটস্থ উপজেলা মৎস্য অফিসে যোগাযোগ করুন।

রাংগামাটি অঞ্চল (জেলাসমূহ: রাংগামাটি, বান্দরবান, এবং খাগড়াছড়ি)

ধান আউশ

- **পর্যায়:**কুশি গজানো
- সেচ প্রয়োগ করুন।

সবজি

- তাপমাত্রা বৃদ্ধির কারণে, সবজি ফসলে শোষক পোকার আক্রমণের সম্ভাবনা রয়েছে। এই পোকা নিয়ন্ত্রণের জন্য ম্যালাথিয়ন ৫৭ইাস/ডাইমেথয়েট ৪০ ইসি @ ১.০ মিলি/লিটার পানিতে মিশিয়ে সপ্তাহে একবার স্প্রে করুন।
- বর্তমান আবহাওয়ায়, বেগুনে ডগা ও ফল ছিদ্রকারী পোকার আক্রমণ হওয়ার সম্ভাবনা আছে। পোকা দমনের জন্য সাইপারমেথ্রিন ১০ ইসি @০.৫ মিলি/লিটার বা এমামেকটিন বেনজয়েট ৫ এসজি @ ১.০গ্রাম/লিটার বা ডেল্টামেথ্রিন ২.৫ ইসি @১.০মিলি/লিটার বা ডায়াজিনন ৬০ ইসি @ ১.০ মিলি/লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- বর্তমান আবহাওয়ায় ঢেঁড়স ফসলে পাতা ফড়িং পোকার উপদ্রব হতে পারে, তাই নিয়মিত পর্যবেক্ষণ প্রয়োজন। পাতা ফড়িং নিয়ন্ত্রণের জন্য ইমিডাক্লোপ্রিড @ ০.৫ মিলি/লিটার অথবা সাইপারমেথ্রিন @ ১.০মিলি/লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করা যেতে পারে।
- সেচ প্রয়োগ করুন।

উদ্যান ফসল

- বিরাজমান আবহাওয়া আমে মাছি পোকা আক্রমণের অনুকূল। মাছিপোকা নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রতি একরে ৩২টি ফেরোমন ফাঁদ স্থাপনের জন্য পরামর্শ দেওয়া হলো।
- দন্ডায়মান উদ্যান ফসলে উইপোকার আক্রমণ হতে পারে। উইপোকা দমনের জন্য ক্লোরপাইরিফস ২০ ইসি অথবা ফিপ্রোনিল ৫এসএল @ ২.০মিলি/লিটার পানিতে মিশিয়ে আক্রান্ত স্থানে স্প্রে করার পরামর্শ দেওয়া হলো।
- দমকা বাতাসে কলা ও পেঁপে গাছ যাতে নুয়ে না পড়ে সে জন্য গাছের সাথে খুঁটি দেওয়া যেতে পারে। বর্তমান আবহাওয়ায় পরিপক্ক ও অক্ষত কলা এবং পেঁপে সংগ্রহ করুন এবং ছত্রাকজনিত রোগ নিয়ন্ত্রণের জন্য গাছে কপার অক্সিক্লোরাইড @ ৩ গ্রাম/ লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- সেচ প্রয়োগ করুন।

গবাদি পশু

- গবাদি পশুকে কৃমিনাশক প্রদান করুন।
- মশা মাছি কমানোর জন্য ন্যাপথালিন কিংবা তারপিন তেল ব্যবহার করা যায়।
- রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য মিনারেল মিক্সচার খাওয়ান।
- গবাদি পশুকে পর্যাপ্ত ঠান্ডা পানি পান করান।

- ঝড়, বৃষ্টি, বজ্রপাত থেকে রক্ষার জন্য গবাদি পশুকে নিরাপদ জায়গায় রাখুন।
- গোয়ালঘরে বাতাস চলাচলের সুব্যবস্থা রাখুন।
- গোয়াল ঘর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখুন।

হাঁসমুরগী

- রানীক্ষেত, কলেরা, ডাকপ্লেগ রোগের টিকা না দেওয়া থাকলে টিকা দিন।
- রোগ দেখা দিলে আক্রান্ত হাঁসমুরগী সরিয়ে ফেলুন।
- পরিস্কার পানি কিংবা অধিকতর গরমে গ্লুকোজ স্যালাইন ব্যবহার করুন।
- হাঁসমুরগীর থাকার জায়গা পরিষ্কার রাখুন।

মৎস্য

- পুকুরের গভীরতা ১-১.৫ মিটার বজায় রাখুন।
- মজুদ পরবর্তী সার নির্দিষ্ট হারে (প্রতি দিন প্রতি শতাংশে- ইউরিয়া ৬ গ্রাম , টিএসপি ৪গ্রাম) প্রয়োগ করুন।
- প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ে ও নির্দিষ্ট স্থানে পরিমাণমত ভালো মানের খাবার প্রয়োগ করুন।
- নিজেদের তৈরি খাবার হলে ফরমুলা অনুযায়ী আমিষসহ অন্যান্য উপাদানের শতকরা হার বজায় রাখুন।
- মাছ ঠিকমত খাবার গ্রহণ করছে কি না পর্যবেক্ষণ করুন।
- ১৫ দিন পর পর নমুনায়ন করে মাছের বাড়ার হার ও রোগবালাই আছে কি না-পর্যবেক্ষণ করুন।
- মাছের রোগবালাই দেখা দিলে নিকটস্থ উপজেলা মৎস্য অফিসে যোগাযোগ করুন।

বরিশাল অঞ্চল (জেলাসমূহ: বরিশাল, ঝালকাঠি, পটুয়াখালী, বরগুনা, পিরোজপুর, এবং ভোলা)

পাট

- **পর্যায়:**অংগজ
- পোকা মাকড় ও রোগ বালাই এর আক্রমণ থেকে রক্ষা পেতে পাট ক্ষেত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও আগাছামুক্ত রাখুন।
- পাটের বর্ধনশীল পর্যায়ে জমিতে যাতে অতিরিক্ত পানি জমে না থাকে সেজন্য সেচ ও নিষ্কাশন নালা আগাছা মুক্ত ও পরিষ্কার রাখুন।
- বপনের ২০-২৫ দিন পর ২য় নিড়ানি, মালচিং ও চারা পাতলা করণের জন্য পরামর্শ দেওয়া হলো।
- চলমান আবহাওয়া পরিস্থিতিতে এবং ফসলের বর্তমান অবস্থায় পাটক্ষেতে উরচুংগা পোকার আক্রমণ হতে পারে। আক্রমণ দেখা গেলে দমনের জন্য ক্লোরপাইরিফস ২০ইসি @ ২.০মিলি পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।
- ফসলের বর্তমান অবস্থায় পাটক্ষেতে হলুদ মাকড় এর আক্রমণ হতে পারে। আক্রমণ দেখা গেলে সালফার জাতীয় মাকড় নাশক যেমন, থিয়োভিট ৮০ডব্লিউজি @ ৩.৫গ্রাম/লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- ফসলের এ পর্যায়ে পাটক্ষেতে শুঁয়োপোকা ও সেমিলুপার পোকার আক্রমণ হতে পারে। আক্রমণের প্রাথমিক পর্যায়ে হাত বাছাই এর মাধ্যমে পাতা সহ পোকার ডিম ও কীড়া সংগ্রহ করে আগুনে পুড়িয়ে অথবা কেরোসিন পানিতে ডুবিয়ে ধ্বংস করে ফেলতে হবে। আক্রমণ প্রকট হলে ডায়াজিনন ৬০ইসি @ ১.০মিলি/লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- চলমান আবহাওয়া পরিস্থিতিতে এবং ফসলের বর্তমান অবস্থায় পাট ক্ষেতে চারা ঝলসানো ও কান্ডপচা রোগের আক্রমণ দেখা যেতে পারে। রোগ দমনের জন্য ম্যানকোজেব (ডাইথেন-এম ৪৫/ইন্ডোফিল এম ৪৫)@ ২ গ্রাম/লিটার পানিতে মিশিয়ে মেঘমুক্ত আবহাওয়ায় স্প্রে করুন। সব ধরনের বালাই ব্যবস্থাপনা মেঘমুক্ত ও রৌদ্রোজ্জ্বল আবহাওয়ায় করা উত্তম।
- বপনের ৪০-৫০ দিন পর ৩য় ও শেষ নিড়ানি, মালচিং ও চারা পাতলা করণের জন্য পরামর্শ দেওয়া হলো। এ পর্যায়ে যে সমস্ত চারা তুলনামূলকভাবে দুর্বল ও বৃদ্ধি কম সে গুলো তুলে ফেলাই উত্তম।
- বাতাসের গতি বেশি হলে দেশী পাট যে গুলো ৪ ফুটের বেশি লম্বা সে গুলো হেলে পড়ার সম্ভাবনা থাকে। এই হেলে পড়া থেকে রক্ষার জন্য ক্ষেতের চার পাশের ৪-৫টি পাটগাছকে একত্রে বেঁধে রাখার পরামর্শ দেওয়া হলো।

- বীজ বপনের ৪৫ দিন পর জাত ভেদে হেক্টর প্রতি ৮০-১০০ কেজি ইউরিয়া সার (২য় ও শেষ ডোজ) উপরি প্রয়োগের পরামর্শ দেওয়া হলো।
- নিয়মিত পাটক্ষেত পর্যবেক্ষণ করুন ও সময়োপযোগী ও কার্যকর রোগ-বালাই দমনের ব্যবস্থা নিন।

ধান আউশ

- **পর্যায়:**কুশি গজানো
- সেচ প্রয়োগ করুন।

সবজি

- তাপমাত্রা বৃদ্ধির কারণে, সবজি ফসলে শোষক পোকার আক্রমণের সম্ভাবনা রয়েছে। এই পোকা নিয়ন্ত্রণের জন্য ম্যালাথিয়ন ৫৭ইাস/ডাইমেথয়েট ৪০ ইসি @ ১.০ মিলি/লিটার পানিতে মিশিয়ে সপ্তাহে একবার স্প্রে করুন।
- বর্তমান আবহাওয়ায়, বেগুনে ডগা ও ফল ছিদ্রকারী পোকার আক্রমণ হওয়ার সম্ভাবনা আছে। পোকা দমনের জন্য সাইপারমেথ্রিন ১০ ইসি @০.৫ মিলি/লিটার বা এমামেকটিন বেনজয়েট ৫ এসজি @ ১.০গ্রাম/লিটার বা ডেল্টামেথ্রিন ২.৫ ইসি @১.০মিলি/লিটার বা ডায়াজিনন ৬০ ইসি @ ১.০ মিলি/লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- বর্তমান আবহাওয়ায় ঢেঁড়স ফসলে পাতা ফড়িং পোকার উপদ্রব হতে পারে, তাই নিয়মিত পর্যবেক্ষণ প্রয়োজন। পাতা ফড়িং নিয়ন্ত্রণের জন্য ইমিডাক্লোপ্রিড @ ০.৫ মিলি/লিটার অথবা সাইপারমেথ্রিন @ ১.০মিলি/লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করা যেতে পারে।
- সেচ প্রয়োগ করুন।

উদ্যান ফসল

- বিরাজমান আবহাওয়া আমে মাছি পোকা আক্রমণের অনুকূল। মাছিপোকা নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রতি একরে ৩২টি ফেরোমন ফাঁদ স্থাপনের জন্য পরামর্শ দেওয়া হলো।
- দন্ডায়মান উদ্যান ফসলে উইপোকার আক্রমণ হতে পারে। উইপোকা দমনের জন্য ক্লোরপাইরিফস ২০ ইসি অথবা ফিপ্রোনিল ৫এসএল @ ২.০মিলি/লিটার পানিতে মিশিয়ে আক্রান্ত স্থানে স্প্রে করার পরামর্শ দেওয়া হলো।
- দমকা বাতাসে কলা ও পেঁপে গাছ যাতে নুয়ে না পড়ে সে জন্য গাছের সাথে খুঁটি দেওয়া যেতে পারে। বর্তমান আবহাওয়ায় পরিপক্ক ও অক্ষত কলা এবং পেঁপে সংগ্রহ করুন এবং ছত্রাকজনিত রোগ নিয়ন্ত্রণের জন্য গাছে কপার অক্সিক্লোরাইড @ ৩ গ্রাম/ লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- সেচ প্রয়োগ করুন।

গবাদি পশু

- গবাদি পশুকে কৃমিনাশক প্রদান করুন।
- মশা মাছি কমানোর জন্য ন্যাপথালিন কিংবা তারপিন তেল ব্যবহার করা যায়।
- রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য মিনারেল মিক্সচার খাওয়ান।
- গবাদি পশুকে পর্যাপ্ত ঠান্ডা পানি পান করান।
- ঝড়, বৃষ্টি, বজ্রপাত থেকে রক্ষার জন্য গবাদি পশুকে নিরাপদ জায়গায় রাখুন।
- গোয়ালঘরে বাতাস চলাচলের সুব্যবস্থা রাখুন।
- গোয়াল ঘর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখুন।

হাঁসমুরগী

- রানীক্ষেত, কলেরা, ডাকপ্লেগ রোগের টিকা না দেওয়া থাকলে টিকা দিন।
- রোগ দেখা দিলে আক্রান্ত হাঁসমুরগী সরিয়ে ফেলুন।

- পরিস্কার পানি কিংবা অধিকতর গরমে গ্লুকোজ স্যালাইন ব্যবহার করুন।
- হাঁসমুরগীর থাকার জায়গা পরিষ্কার রাখুন।

মৎস্য

- পুকুরের গভীরতা ১-১.৫ মিটার বজায় রাখুন।
- মজুদ পরবর্তী সার নির্দিষ্ট হারে (প্রতি দিন প্রতি শতাংশে- ইউরিয়া ৬ গ্রাম , টিএসপি ৪গ্রাম) প্রয়োগ করুন।
- প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ে ও নির্দিষ্ট স্থানে পরিমাণমত ভালো মানের খাবার প্রয়োগ করুন।
- নিজেদের তৈরি খাবার হলে ফরমুলা অনুযায়ী আমিষসহ অন্যান্য উপাদানের শতকরা হার বজায় রাখুন।
- মাছ ঠিকমত খাবার গ্রহণ করছে কি না পর্যবেক্ষণ করুন।
- ১৫ দিন পর পর নমুনায়ন করে মাছের বাড়ার হার ও রোগবালাই আছে কি না-পর্যবেক্ষণ করুন।
- মাছের রোগবালাই দেখা দিলে নিকটস্থ উপজেলা মৎস্য অফিসে যোগাযোগ করুন।

যশোর অঞ্চল (জেলাসমূহ: যশোর, চুয়াডাঙ্গা, কুষ্টিয়া, ঝিনাইদাহ, মেহেরপুর, এবং মাগুড়া)

পাট

- **পর্যায়:**চারা
- অতিরিক্ত পানি নিষ্কাশন ও প্রয়োজনীয় সেচ প্রদানের সুবিধার্থে জমির চারপাশে নালা তৈরি করুন।
- বপনের ১০-১৫ দিন পর ১ম নিড়ানি,মালচিং ও চারা পাতলা করণের জন্য পরামর্শ দেওয়া হলো।
- চলমান আবহাওয়া পরিস্থিতিতে এবং ফসলের বর্তমান অবস্থায় পাটক্ষেতে উরচুংগা পোকার আক্রমণ হতে পারে। আক্রমণ দেখা গেলে দমনের জন্য ক্লোরপাইরিফস ২০ইসি @ ২.০মিলি পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।
- ফসলের বর্তমান অবস্থায় পাটক্ষেতে হলুদ মাকড় এর আক্রমণ হতে পারে। আক্রমণ দেখা গেলে সালফার জাতীয় মাকড় নাশক যেমন, থিয়োভিট ৮০ডব্লিউজি @ ৩.৫গ্রাম/লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- চলমান আবহাওয়া পরিস্থিতিতে এবং ফসলের বর্তমান অবস্থায় পাট ক্ষেতে পাতার মোজাইক ভাইরাসের আক্রমণ হতে পারে। রোগ দমনের জন্য আক্রান্ত গাছ তুলে পুড়িয়ে ধ্বংস করে ফেলুন। এছাড়া হেজিন অথবা হেমিথ্রিন কীটনাশক @ ১.৫মিলি/লিটার পানিতে মিশিয়ে মেঘ মুক্ত আবহাওয়ায় ৭ দিন পরপর ২-৩ বার স্প্রে করুন।
- চলমান আবহাওয়া পরিস্থিতিতে এবং ফসলের বর্তমান অবস্থায় পাট ক্ষেতে চারা ঝলসানো রোগের আক্রমণ দেখা যেতে পারে। রোগ দমনের জন্য ডাইথেন-এম ৪৫ @ ২ গ্রাম/লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করুন।

ধান বোরো

- **পর্যায়:**শীষ বের হওয়া
- প্রতি ২ সারি পর পর গাছগুলো নাড়িয়ে দিন যাতে সারির মধ্যে সঠিকভাবে সূর্যের আলো যেতে পারে।
- চারার বয়স ৯০-১১০ দিন হলে ইউরিয়া ও পটাশ সার শেষ উপরি প্রয়োগ করুন।
- এ সময়ে ক্ষেতে মাজরা পোকা ও পামরি পোকার আক্রমণ হতে পারে। সে জন্য নিবিড় পর্যবেক্ষণ প্রয়োজন। পোকা দেখা গেলে হাতজাল দিয়ে পরিণত/বয়স্ক পোকা সংগ্রহ করে মাটিতে পুতে অথবা আগুনে পুড়িয়ে মেরে ফেলতে হবে। এ ছাড়া পোকা দমনের জন্য হেক্টর প্রতি ১০কেজি কার্বোফুরান ৫জি অথবা ডায়াজিনন (১০জি) ১৭.০ কেজি হারে প্রয়োগ করা যেতে পারে।
- হালকা কুয়াশা ও তাপমাত্রা বৃদ্ধির কারণে ব্লাস্ট এবং বাদামি দাগ রোগের আক্রমণ হতে পারে। সে ক্ষেত্রে ট্রুপার ৬.০ গ্রাম/লি: অথবা নাটিভো ৬.০ গ্রাম/লি: পানিতে মিশিয়ে ১০-১৫ দিন পর পর ২বার স্প্রে করুন।
- জমি ও সেচ নালা আগাছামুক্ত রাখুন।
- জমির পানির স্তর ২-৫ সেমি বজায় রাখুন।
- সেচ প্রয়োগ করুন।

সবজি

- তাপমাত্রা বৃদ্ধির কারণে, সবজি ফসলে শোষক পোকার আক্রমণের সম্ভাবনা রয়েছে। এই পোকা নিয়ন্ত্রণের জন্য ম্যালাথিয়ন ৫৭ইস/ডাইমেথয়েট ৪০ ইসি @ ১.০ মিলি/লিটার পানিতে মিশিয়ে সপ্তাহে একবার স্প্রে করুন।
- বর্তমান আবহাওয়ায়, বেগুনে ডগা ও ফল ছিদ্রকারী পোকার আক্রমণ হওয়ার সম্ভাবনা আছে। পোকা দমনের জন্য সাইপারমেথ্রিন ১০ ইসি @০.৫ মিলি/লিটার বা এমামেকটিন বেনজয়েট ৫ এসজি @ ১.০গ্রাম/লিটার বা ডেল্টামেথ্রিন ২.৫ ইসি @১.০মিলি/লিটার বা ডায়াজিনন ৬০ ইসি @ ১.০ মিলি/লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- বর্তমান আবহাওয়ায় ঢেঁড়স ফসলে পাতা ফড়িং পোকার উপদ্রব হতে পারে, তাই নিয়মিত পর্যবেক্ষণ প্রয়োজন। পাতা ফড়িং নিয়ন্ত্রণের জন্য ইমিডাক্লোপ্রিড @ ০.৫ মিলি/লিটার অথবা সাইপারমেথ্রিন @ ১.০মিলি/লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করা যেতে পারে।
- সেচ প্রয়োগ করুন।

উদ্যান ফসল

- বিরাজমান আবহাওয়া আমে মাছি পোকা আক্রমণের অনুকূল। মাছিপোকা নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রতি একরে ৩২টি ফেরোমন ফাঁদ স্থাপনের জন্য পরামর্শ দেওয়া হলো।
- দন্ডায়মান উদ্যান ফসলে উইপোকার আক্রমণ হতে পারে। উইপোকা দমনের জন্য ক্লোরপাইরিফস ২০ ইসি অথবা ফিপ্রোনিল ৫এসএল @ ২.০মিলি/লিটার পানিতে মিশিয়ে আক্রান্ত স্থানে স্প্রে করার পরামর্শ দেওয়া হলো।
- দমকা বাতাসে কলা ও পেঁপে গাছ যাতে নুয়ে না পড়ে সে জন্য গাছের সাথে খুঁটি দেওয়া যেতে পারে। বর্তমান আবহাওয়ায় পরিপক্ক ও অক্ষত কলা এবং পেঁপে সংগ্রহ করুন এবং ছত্রাকজনিত রোগ নিয়ন্ত্রণের জন্য গাছে কপার অক্সিক্লোরাইড @ ৩ গ্রাম/ লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- সেচ প্রয়োগ করুন।

গবাদি পশু

- গবাদি পশুকে কৃমিনাশক প্রদান করুন।
- মশা মাছি কমানোর জন্য ন্যাপথালিন কিংবা তারপিন তেল ব্যবহার করা যায়।
- রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য মিনারেল মিক্সচার খাওয়ান।
- গবাদি পশুকে পর্যাপ্ত ঠান্ডা পানি পান করান।
- ঝড়, বৃষ্টি, বজ্রপাত থেকে রক্ষার জন্য গবাদি পশুকে নিরাপদ জায়গায় রাখুন।
- গোয়ালঘরে বাতাস চলাচলের সুব্যবস্থা রাখুন।
- গোয়াল ঘর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখুন।

হাঁসমুরগী

- রানীক্ষেত, কলেরা, ডাকপ্লেগ রোগের টিকা না দেওয়া থাকলে টিকা দিন।
- রোগ দেখা দিলে আক্রান্ত হাঁসমুরগী সরিয়ে ফেলুন।
- পরিস্কার পানি কিংবা অধিকতর গরমে গ্লুকোজ স্যালাইন ব্যবহার করুন।
- হাঁসমুরগীর থাকার জায়গা পরিষ্কার রাখুন।

মৎস্য

- পুকুরের গভীরতা ১-১.৫ মিটার বজায় রাখুন।
- মজুদ পরবর্তী সার নির্দিষ্ট হারে (প্রতি দিন প্রতি শতাংশে- ইউরিয়া ৬ গ্রাম , টিএসপি ৪গ্রাম) প্রয়োগ করুন।
- প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ে ও নির্দিষ্ট স্থানে পরিমাণমত ভালো মানের খাবার প্রয়োগ করুন।
- নিজেদের তৈরি খাবার হলে ফরমুলা অনুযায়ী আমিষসহ অন্যান্য উপাদানের শতকরা হার বজায় রাখুন।
- মাছ ঠিকমত খাবার গ্রহণ করছে কি না পর্যবেক্ষণ করুন।
- ১৫ দিন পর পর নমুনায়ন করে মাছের বাড়ার হার ও রোগবালাই আছে কি না-পর্যবেক্ষণ করুন।

- মাছের রোগবালাই দেখা দিলে নিকটস্থ উপজেলা মৎস্য অফিসে যোগাযোগ করুন।

ফরিদপুর অঞ্চল (জেলাসমূহ: ফরিদপুর, শরিয়তপুর, মাদারীপুর, এবং গোপালগঞ্জ)

পাট

- **পর্যায়:**অংগজ
- পোকা মাকড় ও রোগ বালাই এর আক্রমণ থেকে রক্ষা পেতে পাট ক্ষেত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও আগাছামুক্ত রাখুন।
- পাটের বর্ধনশীল পর্যায়ে জমিতে যাতে অতিরিক্ত পানি জমে না থাকে সেজন্য সেচ ও নিষ্কাশন নালা আগাছা মুক্ত ও পরিষ্কার রাখুন।
- বপনের ২০-২৫ দিন পর ২য় নিড়ানি, মালচিং ও চারা পাতলা করণের জন্য পরামর্শ দেওয়া হলো।
- চলমান আবহাওয়া পরিস্থিতিতে এবং ফসলের বর্তমান অবস্থায় পাটক্ষেতে উরচুংগা পোকার আক্রমণ হতে পারে। আক্রমণ দেখা গেলে দমনের জন্য ক্লোরপাইরিফস ২০ইসি @ ২.০মিলি পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।
- ফসলের বর্তমান অবস্থায় পাটক্ষেতে হলুদ মাকড় এর আক্রমণ হতে পারে। আক্রমণ দেখা গেলে সালফার জাতীয় মাকড় নাশক যেমন, থিয়োভিট ৮০ডব্লিউজি @ ৩.৫গ্রাম/লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- ফসলের এ পর্যায়ে পাটক্ষেতে শুঁয়োপোকা ও সেমিলুপার পোকার আক্রমণ হতে পারে। আক্রমণের প্রাথমিক পর্যায়ে হাত বাছাই এর মাধ্যমে পাতা সহ পোকার ডিম ও কীড়া সংগ্রহ করে আগুনে পুড়িয়ে অথবা কেরোসিন পানিতে ডুবিয়ে ধ্বংস করে ফেলতে হবে। আক্রমণ প্রকট হলে ডায়াজিনন ৬০ইসি @ ১.০মিলি/লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- চলমান আবহাওয়া পরিস্থিতিতে এবং ফসলের বর্তমান অবস্থায় পাট ক্ষেতে চারা ঝলসানো ও কান্ডপচা রোগের আক্রমণ দেখা যেতে পারে। রোগ দমনের জন্য ম্যানকোজেব (ডাইথেন-এম ৪৫/ইন্ডোফিল এম ৪৫)@ ২ গ্রাম/লিটার পানিতে মিশিয়ে মেঘমুক্ত আবহাওয়ায় স্প্রে করুন। সব ধরনের বালাই ব্যবস্থাপনা মেঘমুক্ত ও রৌদ্রোজ্জ্বল আবহাওয়ায় করা উত্তম।
- বপনের ৪০-৫০ দিন পর ৩য় ও শেষ নিড়ানি, মালচিং ও চারা পাতলা করণের জন্য পরামর্শ দেওয়া হলো। এ পর্যায়ে যে সমস্ত চারা তুলনামূলকভাবে দুর্বল ও বৃদ্ধি কম সে গুলো তুলে ফেলাই উত্তম।
- বাতাসের গতি বেশি হলে দেশী পাট যে গুলো ৪ ফুটের বেশি লম্বা সে গুলো হেলে পড়ার সম্ভাবনা থাকে। এই হেলে পড়া থেকে রক্ষার জন্য ক্ষেতের চার পাশের ৪-৫টি পাটগাছকে একত্রে বেঁধে রাখার পরামর্শ দেওয়া হলো।
- বীজ বপনের ৪৫ দিন পর জাত ভেদে হেক্টর প্রতি ৮০-১০০ কেজি ইউরিয়া সার (২য় ও শেষ ডোজ) উপরি প্রয়োগের পরামর্শ দেওয়া হলো।
- নিয়মিত পাটক্ষেত পর্যবেক্ষণ করুন ও সময়োপযোগী ও কার্যকর রোগ-বালাই দমনের ব্যবস্থা নিন।

ধান আউশ

- **পর্যায়:**কুশি গজানো
- সেচ প্রয়োগ করুন।

সবজি

- তাপমাত্রা বৃদ্ধির কারণে, সবজি ফসলে শোষক পোকার আক্রমণের সম্ভাবনা রয়েছে। এই পোকা নিয়ন্ত্রণের জন্য ম্যালাথিয়ন ৫৭ইসি/ডাইমেথয়েট ৪০ ইসি @ ১.০ মিলি/লিটার পানিতে মিশিয়ে সপ্তাহে একবার স্প্রে করুন।
- বর্তমান আবহাওয়ায়, বেগুনে ডগা ও ফল ছিদ্রকারী পোকার আক্রমণ হওয়ার সম্ভাবনা আছে। পোকা দমনের জন্য সাইপারমেথ্রিন ১০ ইসি @০.৫ মিলি/লিটার বা এমামেকটিন বেনজয়েট ৫ এসজি @ ১.০গ্রাম/লিটার বা ডেল্টামেথ্রিন ২.৫ ইসি @১.০মিলি/লিটার বা ডায়াজিনন ৬০ ইসি @ ১.০ মিলি/লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- বর্তমান আবহাওয়ায় ঢেঁড়স ফসলে পাতা ফড়িং পোকার উপদ্রব হতে পারে, তাই নিয়মিত পর্যবেক্ষণ প্রয়োজন। পাতা ফড়িং নিয়ন্ত্রণের জন্য ইমিডাক্লোপ্রিড @ ০.৫ মিলি/লিটার অথবা সাইপারমেথ্রিন @ ১.০মিলি/লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করা যেতে পারে।

- সেচ প্রয়োগ করুন।

উদ্যান ফসল

- বিরাজমান আবহাওয়া আমে মাছি পোকা আক্রমণের অনুকূল। মাছিপোকা নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রতি একরে ৩২টি ফেরোমন ফাঁদ স্থাপনের জন্য পরামর্শ দেওয়া হলো।
- দন্ডায়মান উদ্যান ফসলে উইপোকার আক্রমণ হতে পারে। উইপোকা দমনের জন্য ক্লোরপাইরিফস ২০ ইসি অথবা ফিপ্রোনিল ৫এসএল @ ২.০মিলি/লিটার পানিতে মিশিয়ে আক্রান্ত স্থানে স্প্রে করার পরামর্শ দেওয়া হলো।
- দমকা বাতাসে কলা ও পেঁপে গাছ যাতে নুয়ে না পড়ে সে জন্য গাছের সাথে খুঁটি দেওয়া যেতে পারে। বর্তমান আবহাওয়ায় পরিপক্ক ও অক্ষত কলা এবং পেঁপে সংগ্রহ করুন এবং ছত্রাকজনিত রোগ নিয়ন্ত্রণের জন্য গাছে কপার অক্সিক্লোরাইড @ ৩ গ্রাম/ লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- সেচ প্রয়োগ করুন।

গবাদি পশু

- গবাদি পশুকে কৃমিনাশক প্রদান করুন।
- মশা মাছি কমানোর জন্য ন্যাপথালিন কিংবা তারপিন তেল ব্যবহার করা যায়।
- রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য মিনারেল মিক্সচার খাওয়ান।
- গবাদি পশুকে পর্যাপ্ত ঠান্ডা পানি পান করান।
- ঝড়, বৃষ্টি, বজ্রপাত থেকে রক্ষার জন্য গবাদি পশুকে নিরাপদ জায়গায় রাখুন।
- গোয়ালঘরে বাতাস চলাচলের সুব্যবস্থা রাখুন।
- গোয়াল ঘর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখুন।

হাঁসমুরগী

- রানীক্ষেত, কলেরা, ডাকপ্লেগ রোগের টিকা না দেওয়া থাকলে টিকা দিন।
- রোগ দেখা দিলে আক্রান্ত হাঁসমুরগী সরিয়ে ফেলুন।
- পরিস্কার পানি কিংবা অধিকতর গরমে গ্লুকোজ স্যালাইন ব্যবহার করুন।
- হাঁসমুরগীর থাকার জায়গা পরিষ্কার রাখুন।

মৎস্য

- পুকুরের গভীরতা ১-১.৫ মিটার বজায় রাখুন।
- মজুদ পরবর্তী সার নির্দিষ্ট হারে (প্রতি দিন প্রতি শতাংশে- ইউরিয়া ৬ গ্রাম , টিএসপি ৪গ্রাম) প্রয়োগ করুন।
- প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ে ও নির্দিষ্ট স্থানে পরিমাণমত ভালো মানের খাবার প্রয়োগ করুন।
- নিজেদের তৈরি খাবার হলে ফরমুলা অনুযায়ী আমিষসহ অন্যান্য উপাদানের শতকরা হার বজায় রাখুন।
- মাছ ঠিকমত খাবার গ্রহণ করছে কি না পর্যবেক্ষণ করুন।
- ১৫ দিন পর পর নমুনায়ন করে মাছের বাড়ার হার ও রোগবালাই আছে কি না-পর্যবেক্ষণ করুন।
- মাছের রোগবালাই দেখা দিলে নিকটস্থ উপজেলা মৎস্য অফিসে যোগাযোগ করুন।

ঢাকা অঞ্চল (জেলাসমূহ: ঢাকা, টাঙ্গাইল, গাজীপুর, ময়মনসিংহ, মানিকগঞ্জ, নারায়নগঞ্জ, এবং নরসিংদী)

পাট

- **পর্যায়:**অংগজ
- পোকা মাকড় ও রোগ বালাই এর আক্রমণ থেকে রক্ষা পেতে পাট ক্ষেত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও আগাছামুক্ত রাখুন।

- পাটের বর্ধনশীল পর্যায়ে জমিতে যাতে অতিরিক্ত পানি জমে না থাকে সেজন্য সেচ ও নিষ্কাশন নালা আগাছা মুক্ত ও পরিষ্কার রাখুন।
- বপনের ২০-২৫ দিন পর ২য় নিড়ানি, মালচিং ও চারা পাতলা করণের জন্য পরামর্শ দেওয়া হলো।
- চলমান আবহাওয়া পরিস্থিতিতে এবং ফসলের বর্তমান অবস্থায় পাটক্ষেতে উরচুংগা পোকার আক্রমণ হতে পারে। আক্রমণ দেখা গেলে দমনের জন্য ক্লোরপাইরিফস ২০ইসি @ ২.০মিলি পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।
- ফসলের বর্তমান অবস্থায় পাটক্ষেতে হলুদ মাকড় এর আক্রমণ হতে পারে। আক্রমণ দেখা গেলে সালফার জাতীয় মাকড় নাশক যেমন, থিয়োভিট ৮০ডব্লিউজি @ ৩.৫গ্রাম/লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- ফসলের এ পর্যায়ে পাটক্ষেতে শুঁয়োপোকা ও সেমিলুপার পোকার আক্রমণ হতে পারে। আক্রমণের প্রাথমিক পর্যায়ে হাত বাছাই এর মাধ্যমে পাতা সহ পোকার ডিম ও কীড়া সংগ্রহ করে আগুনে পুড়িয়ে অথবা কেরোসিন পানিতে ডুবিয়ে ধ্বংস করে ফেলতে হবে। আক্রমণ প্রকট হলে ডায়াজিনন ৬০ইসি @ ১.০মিলি/লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- চলমান আবহাওয়া পরিস্থিতিতে এবং ফসলের বর্তমান অবস্থায় পাট ক্ষেতে চারা ঝলসানো ও কান্ডপচা রোগের আক্রমণ দেখা যেতে পারে। রোগ দমনের জন্য ম্যানকোজেব (ডাইথেন-এম ৪৫/ইন্ডোফিল এম ৪৫)@ ২ গ্রাম/লিটার পানিতে মিশিয়ে মেঘমুক্ত আবহাওয়ায় স্প্রে করুন। সব ধরনের বালাই ব্যবস্থাপনা মেঘমুক্ত ও রৌদ্রোজ্জ্বল আবহাওয়ায় করা উত্তম।
- বপনের ৪০-৫০ দিন পর ৩য় ও শেষ নিড়ানি, মালচিং ও চারা পাতলা করণের জন্য পরামর্শ দেওয়া হলো। এ পর্যায়ে যে সমস্ত চারা তুলনামূলকভাবে দুর্বল ও বৃদ্ধি কম সে গুলো তুলে ফেলাই উত্তম।
- বাতাসের গতি বেশি হলে দেশী পাট যে গুলো ৪ ফুটের বেশি লম্বা সে গুলো হেলে পড়ার সম্ভাবনা থাকে। এই হেলে পড়া থেকে রক্ষার জন্য ক্ষেতের চার পাশের ৪-৫টি পাটগাছকে একত্রে বেঁধে রাখার পরামর্শ দেওয়া হলো।
- বীজ বপনের ৪৫ দিন পর জাত ভেদে হেক্টর প্রতি ৮০-১০০ কেজি ইউরিয়া সার (২য় ও শেষ ডোজ) উপরি প্রয়োগের পরামর্শ দেওয়া হলো।
- নিয়মিত পাটক্ষেত পর্যবেক্ষণ করুন ও সময়োপযোগী ও কার্যকর রোগ-বালাই দমনের ব্যবস্থা নিন।

ধান আউশ

- **পর্যায়:**বীজতলা
- আউশ ধানের বীজতলা তৈরির ব্যবস্থা নিন| উঁচু জায়গায় বীজতলা তৈরি করুন এবং জমি থেকে পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা রাখুন। সমবায়ভিত্তিক বীজতলা করা যেতে পারে।
- দুই বীজতলার মাঝখানে ৪০-৫০ সেমি. নালা তৈরি করুন। এটি পানি নিষ্কাশন ও সেচ প্রদানের জন্য এবং প্রয়োজনে সার/ওষুধ প্রয়োগে কাজে লাগবে।
- অনুমোদিত জাতের বীজ ব্যবহার করুন। প্রয়োজনে বীজ শোধন করে নিন এতে রোগ বালাই এর উপদ্রব কম হবে।প্রতি বর্গ মিটার বীজতলার জন্য ৮০-১০০গ্রাম অঙ্কুরতি সুস্থ বীজ বপন করুন।
- পাখি যাতে বীজতলার বীজ নষ্ট করতে না পারে সেজন্য নিবিড় পর্যবেক্ষণ করতে হবে। চারা গজানোর ৪-৫ দিন পর বেডের উপর ২-৩ সেমি পানি রাখুন যাতে আগাছা এবং পাখির আক্রমণ নিয়ন্ত্রণ করা যায়।
- বীজতলার চারা হলুদ হয়ে গেলে প্রতি শতকে ২৮৩ গ্রাম হারে ইউরিয়া সার প্রয়োগ করুন। ইউরিয়া প্রয়োগে সমাধান না হলে প্রতি শতকে ৪০০ গ্রাম জিপসাম প্রয়োগ করুন।

সবজি

- তাপমাত্রা বৃদ্ধির কারণে, সবজি ফসলে শোষক পোকার আক্রমণের সম্ভাবনা রয়েছে। এই পোকা নিয়ন্ত্রণের জন্য ম্যালাথিয়ন ৫৭ইস/ডাইমেথয়েট ৪০ ইসি @ ১.০ মিলি/লিটার পানিতে মিশিয়ে সপ্তাহে একবার স্প্রে করুন।
- বর্তমান আবহাওয়ায়, বেগুনে ডগা ও ফল ছিদ্রকারী পোকার আক্রমণ হওয়ার সম্ভাবনা আছে। পোকা দমনের জন্য সাইপারমেথ্রিন ১০ ইসি @০.৫ মিলি/লিটার বা এমামেকটিন বেনজয়েট ৫ এসজি @ ১.০গ্রাম/লিটার বা ডেল্টামেথ্রিন ২.৫ ইসি @১.০মিলি/লিটার বা ডায়াজিনন ৬০ ইসি @ ১.০ মিলি/লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- বর্তমান আবহাওয়ায় ঢেঁড়স ফসলে পাতা ফড়িং পোকার উপদ্রব হতে পারে, তাই নিয়মিত পর্যবেক্ষণ প্রয়োজন। পাতা ফড়িং নিয়ন্ত্রণের জন্য ইমিডাক্লোপ্রিড @ ০.৫ মিলি/লিটার অথবা সাইপারমেথ্রিন @ ১.০মিলি/লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করা যেতে পারে।
- সেচ প্রয়োগ করুন।

উদ্যান ফসল

- বিরাজমান আবহাওয়া আমে মাছি পোকা আক্রমণের অনুকূল। মাছিপোকা নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রতি একরে ৩২টি ফেরোমন ফাঁদ স্থাপনের জন্য পরামর্শ দেওয়া হলো।
- দন্ডায়মান উদ্যান ফসলে উইপোকার আক্রমণ হতে পারে। উইপোকা দমনের জন্য ক্লোরপাইরিফস ২০ ইসি অথবা ফিপ্রোনিল ৫এসএল @ ২.০মিলি/লিটার পানিতে মিশিয়ে আক্রান্ত স্থানে স্প্রে করার পরামর্শ দেওয়া হলো।
- দমকা বাতাসে কলা ও পেঁপে গাছ যাতে নুয়ে না পড়ে সে জন্য গাছের সাথে খুঁটি দেওয়া যেতে পারে। বর্তমান আবহাওয়ায় পরিপক্ক ও অক্ষত কলা এবং পেঁপে সংগ্রহ করুন এবং ছত্রাকজনিত রোগ নিয়ন্ত্রণের জন্য গাছে কপার অক্সিক্লোরাইড @ ৩ গ্রাম/ লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- সেচ প্রয়োগ করুন।

গবাদি পশু

- গবাদি পশুকে কৃমিনাশক প্রদান করুন।
- মশা মাছি কমানোর জন্য ন্যাপথালিন কিংবা তারপিন তেল ব্যবহার করা যায়।
- রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য মিনারেল মিক্সচার খাওয়ান।
- গবাদি পশুকে পর্যাপ্ত ঠান্ডা পানি পান করান।
- ঝড়, বৃষ্টি, বজ্রপাত থেকে রক্ষার জন্য গবাদি পশুকে নিরাপদ জায়গায় রাখুন।
- গোয়ালঘরে বাতাস চলাচলের সুব্যবস্থা রাখুন।
- গোয়াল ঘর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখুন।

হাঁসমুরগী

- রানীক্ষেত, কলেরা, ডাকপ্লেগ রোগের টিকা না দেওয়া থাকলে টিকা দিন।
- রোগ দেখা দিলে আক্রান্ত হাঁসমুরগী সরিয়ে ফেলুন।
- পরিস্কার পানি কিংবা অধিকতর গরমে গ্লুকোজ স্যালাইন ব্যবহার করুন।
- হাঁসমুরগীর থাকার জায়গা পরিষ্কার রাখুন।

মৎস্য

- পুকুরের গভীরতা ১-১.৫ মিটার বজায় রাখুন।
- মজুদ পরবর্তী সার নির্দিষ্ট হারে (প্রতি দিন প্রতি শতাংশে- ইউরিয়া ৬ গ্রাম , টিএসপি ৪গ্রাম) প্রয়োগ করুন।
- প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ে ও নির্দিষ্ট স্থানে পরিমাণমত ভালো মানের খাবার প্রয়োগ করুন।
- নিজেদের তৈরি খাবার হলে ফরমুলা অনুযায়ী আমিষসহ অন্যান্য উপাদানের শতকরা হার বজায় রাখুন।
- মাছ ঠিকমত খাবার গ্রহণ করছে কি না পর্যবেক্ষণ করুন।
- ১৫ দিন পর পর নমুনায়ন করে মাছের বাড়ার হার ও রোগবালাই আছে কি না-পর্যবেক্ষণ করুন।
- মাছের রোগবালাই দেখা দিলে নিকটস্থ উপজেলা মৎস্য অফিসে যোগাযোগ করুন।

চট্রগ্রাম অঞ্চল (জেলাসমূহ: চট্রগ্রাম, কক্সবাজার, লক্ষীপুর, নোয়াখালী এবং ফেনী)

ধান আউশ

- **পর্যায়:**কুশি গজানো
- সেচ প্রয়োগ করুন।

সবজি

- বর্তমান আবহাওয়ায়, বেগুনে ডগা ও ফল ছিদ্রকারী পোকার আক্রমণ হওয়ার সম্ভাবনা আছে। পোকা দমনের জন্য সাইপারমেথ্রিন ১০ ইসি @০.৫ মিলি/লিটার বা এমামেকটিন বেনজয়েট ৫ এসজি @ ১.০গ্রাম/লিটার বা ডেল্টামেথ্রিন ২.৫ ইসি @১.০মিলি/লিটার বা ডায়াজিনন ৬০ ইসি @ ১.০ মিলি/লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- বর্তমান আবহাওয়ায় ঢেঁড়স ফসলে পাতা ফড়িং পোকার উপদ্রব হতে পারে, তাই নিয়মিত পর্যবেক্ষণ প্রয়োজন। পাতা ফড়িং নিয়ন্ত্রণের জন্য ইমিডাক্লোপ্রিড @ ০.৫ মিলি/লিটার অথবা সাইপারমেথ্রিন @ ১.০মিলি/লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করা যেতে পারে।
- সেচ প্রয়োগ করুন।

উদ্যান ফসল

- বিরাজমান আবহাওয়া আমে মাছি পোকা আক্রমণের অনুকূল। মাছিপোকা নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রতি একরে ৩২টি ফেরোমন ফাঁদ স্থাপনের জন্য পরামর্শ দেওয়া হলো।
- দন্ডায়মান উদ্যান ফসলে উইপোকার আক্রমণ হতে পারে। উইপোকা দমনের জন্য ক্লোরপাইরিফস ২০ ইসি অথবা ফিপ্রোনিল ৫এসএল @ ২.০মিলি/লিটার পানিতে মিশিয়ে আক্রান্ত স্থানে স্প্রে করার পরামর্শ দেওয়া হলো।
- দমকা বাতাসে কলা ও পেঁপে গাছ যাতে নুয়ে না পড়ে সে জন্য গাছের সাথে খুঁটি দেওয়া যেতে পারে। বর্তমান আবহাওয়ায় পরিপক্ক ও অক্ষত কলা এবং পেঁপে সংগ্রহ করুন এবং ছত্রাকজনিত রোগ নিয়ন্ত্রণের জন্য গাছে কপার অক্সিক্লোরাইড @ ৩ গ্রাম/ লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- সেচ প্রয়োগ করুন।

গবাদি পশু

- গবাদি পশুকে কৃমিনাশক প্রদান করুন।
- মশা মাছি কমানোর জন্য ন্যাপথালিন কিংবা তারপিন তেল ব্যবহার করা যায়।
- রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য মিনারেল মিক্সচার খাওয়ান।
- গবাদি পশুকে পর্যাপ্ত ঠান্ডা পানি পান করান।
- ঝড়, বৃষ্টি, বজ্রপাত থেকে রক্ষার জন্য গবাদি পশুকে নিরাপদ জায়গায় রাখুন।
- গোয়ালঘরে বাতাস চলাচলের সুব্যবস্থা রাখুন।
- গোয়াল ঘর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখুন।

হাঁসমুরগী

- রানীক্ষেত, কলেরা, ডাকপ্লেগ রোগের টিকা না দেওয়া থাকলে টিকা দিন।
- রোগ দেখা দিলে আক্রান্ত হাঁসমুরগী সরিয়ে ফেলুন।
- পরিস্কার পানি কিংবা অধিকতর গরমে গ্লুকোজ স্যালাইন ব্যবহার করুন।
- হাঁসমুরগীর থাকার জায়গা পরিষ্কার রাখুন।

মৎস্য

- পুকুরের গভীরতা ১-১.৫ মিটার বজায় রাখুন।
- মজুদ পরবর্তী সার নির্দিষ্ট হারে (প্রতি দিন প্রতি শতাংশে- ইউরিয়া ৬ গ্রাম , টিএসপি ৪গ্রাম) প্রয়োগ করুন।
- প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ে ও নির্দিষ্ট স্থানে পরিমাণমত ভালো মানের খাবার প্রয়োগ করুন।
- নিজেদের তৈরি খাবার হলে ফরমুলা অনুযায়ী আমিষসহ অন্যান্য উপাদানের শতকরা হার বজায় রাখুন।
- মাছ ঠিকমত খাবার গ্রহণ করছে কি না পর্যবেক্ষণ করুন।
- ১৫ দিন পর পর নমুনায়ন করে মাছের বাড়ার হার ও রোগবালাই আছে কি না-পর্যবেক্ষণ করুন।
- মাছের রোগবালাই দেখা দিলে নিকটস্থ উপজেলা মৎস্য অফিসে যোগাযোগ করুন।

কুমিল্লা অঞ্চল (জেলাসমূহ: কুমিল্লা, চাঁদপুর, এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়া)

পাট

- **পর্যায়:**অংগজ
- পোকা মাকড় ও রোগ বালাই এর আক্রমণ থেকে রক্ষা পেতে পাট ক্ষেত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও আগাছামুক্ত রাখুন।
- পাটের বর্ধনশীল পর্যায়ে জমিতে যাতে অতিরিক্ত পানি জমে না থাকে সেজন্য সেচ ও নিষ্কাশন নালা আগাছা মুক্ত ও পরিষ্কার রাখুন।
- বপনের ২০-২৫ দিন পর ২য় নিড়ানি, মালচিং ও চারা পাতলা করণের জন্য পরামর্শ দেওয়া হলো।
- চলমান আবহাওয়া পরিস্থিতিতে এবং ফসলের বর্তমান অবস্থায় পাটক্ষেতে উরচুংগা পোকার আক্রমণ হতে পারে। আক্রমণ দেখা গেলে দমনের জন্য ক্লোরপাইরিফস ২০ইসি @ ২.০মিলি পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।
- ফসলের বর্তমান অবস্থায় পাটক্ষেতে হলুদ মাকড় এর আক্রমণ হতে পারে। আক্রমণ দেখা গেলে সালফার জাতীয় মাকড় নাশক যেমন, থিয়োভিট ৮০ডব্লিউজি @ ৩.৫গ্রাম/লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- ফসলের এ পর্যায়ে পাটক্ষেতে শুঁয়োপোকা ও সেমিলুপার পোকার আক্রমণ হতে পারে। আক্রমণের প্রাথমিক পর্যায়ে হাত বাছাই এর মাধ্যমে পাতা সহ পোকার ডিম ও কীড়া সংগ্রহ করে আগুনে পুড়িয়ে অথবা কেরোসিন পানিতে ডুবিয়ে ধ্বংস করে ফেলতে হবে। আক্রমণ প্রকট হলে ডায়াজিনন ৬০ইসি @ ১.০মিলি/লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- চলমান আবহাওয়া পরিস্থিতিতে এবং ফসলের বর্তমান অবস্থায় পাট ক্ষেতে চারা ঝলসানো ও কান্ডপচা রোগের আক্রমণ দেখা যেতে পারে। রোগ দমনের জন্য ম্যানকোজেব (ডাইথেন-এম ৪৫/ইন্ডোফিল এম ৪৫)@ ২ গ্রাম/লিটার পানিতে মিশিয়ে মেঘমুক্ত আবহাওয়ায় স্প্রে করুন। সব ধরনের বালাই ব্যবস্থাপনা মেঘমুক্ত ও রৌদ্রোজ্জ্বল আবহাওয়ায় করা উত্তম।
- বপনের ৪০-৫০ দিন পর ৩য় ও শেষ নিড়ানি, মালচিং ও চারা পাতলা করণের জন্য পরামর্শ দেওয়া হলো। এ পর্যায়ে যে সমস্ত চারা তুলনামূলকভাবে দুর্বল ও বৃদ্ধি কম সে গুলো তুলে ফেলাই উত্তম।
- বাতাসের গতি বেশি হলে দেশী পাট যে গুলো ৪ ফুটের বেশি লম্বা সে গুলো হেলে পড়ার সম্ভাবনা থাকে। এই হেলে পড়া থেকে রক্ষার জন্য ক্ষেতের চার পাশের ৪-৫টি পাটগাছকে একত্রে বেঁধে রাখার পরামর্শ দেওয়া হলো।
- বীজ বপনের ৪৫ দিন পর জাত ভেদে হেক্টর প্রতি ৮০-১০০ কেজি ইউরিয়া সার (২য় ও শেষ ডোজ) উপরি প্রয়োগের পরামর্শ দেওয়া হলো।
- নিয়মিত পাটক্ষেত পর্যবেক্ষণ করুন ও সময়োপযোগী ও কার্যকর রোগ-বালাই দমনের ব্যবস্থা নিন।

ধান আউশ

- **পর্যায়:**বীজতলা
- আউশ ধানের বীজতলা তৈরির ব্যবস্থা নিন| উঁচু জায়গায় বীজতলা তৈরি করুন এবং জমি থেকে পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা রাখুন। সমবায়ভিত্তিক বীজতলা করা যেতে পারে।
- দুই বীজতলার মাঝখানে ৪০-৫০ সেমি. নালা তৈরি করুন। এটি পানি নিষ্কাশন ও সেচ প্রদানের জন্য এবং প্রয়োজনে সার/ওষুধ প্রয়োগে কাজে লাগবে।
- অনুমোদিত জাতের বীজ ব্যবহার করুন। প্রয়োজনে বীজ শোধন করে নিন এতে রোগ বালাই এর উপদ্রব কম হবে।প্রতি বর্গ মিটার বীজতলার জন্য ৮০-১০০গ্রাম অঙ্কুরতি সুস্থ বীজ বপন করুন।
- পাখি যাতে বীজতলার বীজ নষ্ট করতে না পারে সেজন্য নিবিড় পর্যবেক্ষণ করতে হবে। চারা গজানোর ৪-৫ দিন পর বেডের উপর ২-৩ সেমি পানি রাখুন যাতে আগাছা এবং পাখির আক্রমণ নিয়ন্ত্রণ করা যায়।
- বীজতলার চারা হলুদ হয়ে গেলে প্রতি শতকে ২৮৩ গ্রাম হারে ইউরিয়া সার প্রয়োগ করুন। ইউরিয়া প্রয়োগে সমাধান না হলে প্রতি শতকে ৪০০ গ্রাম জিপসাম প্রয়োগ করুন।

সবজি

- তাপমাত্রা বৃদ্ধির কারণে, সবজি ফসলে শোষক পোকার আক্রমণের সম্ভাবনা রয়েছে। এই পোকা নিয়ন্ত্রণের জন্য ম্যালাথিয়ন ৫৭ইসি/ডাইমেথয়েট ৪০ ইসি @ ১.০ মিলি/লিটার পানিতে মিশিয়ে সপ্তাহে একবার স্প্রে করুন।

- বর্তমান আবহাওয়ায়, বেগুনে ডগা ও ফল ছিদ্রকারী পোকার আক্রমণ হওয়ার সম্ভাবনা আছে। পোকা দমনের জন্য সাইপারমেথ্রিন ১০ ইসি @০.৫ মিলি/লিটার বা এমামেকটিন বেনজয়েট ৫ এসজি @ ১.০গ্রাম/লিটার বা ডেল্টামেথ্রিন ২.৫ ইসি @১.০মিলি/লিটার বা ডায়াজিনন ৬০ ইসি @ ১.০ মিলি/লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- বর্তমান আবহাওয়ায় ঢেঁড়স ফসলে পাতা ফড়িং পোকার উপদ্রব হতে পারে, তাই নিয়মিত পর্যবেক্ষণ প্রয়োজন। পাতা ফড়িং নিয়ন্ত্রণের জন্য ইমিডাক্লোপ্রিড @ ০.৫ মিলি/লিটার অথবা সাইপারমেথ্রিন @ ১.০মিলি/লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করা যেতে পারে।
- সেচ প্রয়োগ করুন।

উদ্যান ফসল

- বিরাজমান আবহাওয়া আমে মাছি পোকা আক্রমণের অনুকূল। মাছিপোকা নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রতি একরে ৩২টি ফেরোমন ফাঁদ স্থাপনের জন্য পরামর্শ দেওয়া হলো।
- দন্ডায়মান উদ্যান ফসলে উইপোকার আক্রমণ হতে পারে। উইপোকা দমনের জন্য ক্লোরপাইরিফস ২০ ইসি অথবা ফিপ্রোনিল ৫এসএল @ ২.০মিলি/লিটার পানিতে মিশিয়ে আক্রান্ত স্থানে স্প্রে করার পরামর্শ দেওয়া হলো।
- দমকা বাতাসে কলা ও পেঁপে গাছ যাতে নুয়ে না পড়ে সে জন্য গাছের সাথে খুঁটি দেওয়া যেতে পারে। বর্তমান আবহাওয়ায় পরিপক্ক ও অক্ষত কলা এবং পেঁপে সংগ্রহ করুন এবং ছত্রাকজনিত রোগ নিয়ন্ত্রণের জন্য গাছে কপার অক্সিক্লোরাইড @ ৩ গ্রাম/ লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- সেচ প্রয়োগ করুন।

গবাদি পশু

- গবাদি পশুকে কৃমিনাশক প্রদান করুন।
- মশা মাছি কমানোর জন্য ন্যাপথালিন কিংবা তারপিন তেল ব্যবহার করা যায়।
- রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য মিনারেল মিক্সচার খাওয়ান।
- গবাদি পশুকে পর্যাপ্ত ঠান্ডা পানি পান করান।
- ঝড়, বৃষ্টি, বজ্রপাত থেকে রক্ষার জন্য গবাদি পশুকে নিরাপদ জায়গায় রাখুন।
- গোয়ালঘরে বাতাস চলাচলের সুব্যবস্থা রাখুন।
- গোয়াল ঘর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখুন।

হাঁসমুরগী

- রানীক্ষেত, কলেরা, ডাকপ্লেগ রোগের টিকা না দেওয়া থাকলে টিকা দিন।
- রোগ দেখা দিলে আক্রান্ত হাঁসমুরগী সরিয়ে ফেলুন।
- পরিস্কার পানি কিংবা অধিকতর গরমে গ্লুকোজ স্যালাইন ব্যবহার করুন।
- হাঁসমুরগীর থাকার জায়গা পরিষ্কার রাখুন।

মৎস্য

- পুকুরের গভীরতা ১-১.৫ মিটার বজায় রাখুন।
- মজুদ পরবর্তী সার নির্দিষ্ট হারে (প্রতি দিন প্রতি শতাংশে- ইউরিয়া ৬ গ্রাম , টিএসপি ৪গ্রাম) প্রয়োগ করুন।
- প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ে ও নির্দিষ্ট স্থানে পরিমাণমত ভালো মানের খাবার প্রয়োগ করুন।
- নিজেদের তৈরি খাবার হলে ফরমুলা অনুযায়ী আমিষসহ অন্যান্য উপাদানের শতকরা হার বজায় রাখুন।
- মাছ ঠিকমত খাবার গ্রহণ করছে কি না পর্যবেক্ষণ করুন।
- ১৫ দিন পর পর নমুনায়ন করে মাছের বাড়ার হার ও রোগবালাই আছে কি না-পর্যবেক্ষণ করুন।
- মাছের রোগবালাই দেখা দিলে নিকটস্থ উপজেলা মৎস্য অফিসে যোগাযোগ করুন।

খুলনা অঞ্চল (জেলাসমূহ: খুলনা, নড়াইল, সাতক্ষীরা এবং বাগেরহাট)

পাট

- **পর্যায়:**চারা
- অতিরিক্ত পানি নিষ্কাশন ও প্রয়োজনীয় সেচ প্রদানের সুবিধার্থে জমির চারপাশে নালা তৈরি করুন।
- বপনের ১০-১৫ দিন পর ১ম নিড়ানি,মালচিং ও চারা পাতলা করণের জন্য পরামর্শ দেওয়া হলো।
- চলমান আবহাওয়া পরিস্থিতিতে এবং ফসলের বর্তমান অবস্থায় পাটক্ষেতে উরচুংগা পোকার আক্রমণ হতে পারে। আক্রমণ দেখা গেলে দমনের জন্য ক্লোরপাইরিফস ২০ইসি @ ২.০মিলি পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।
- ফসলের বর্তমান অবস্থায় পাটক্ষেতে হলুদ মাকড় এর আক্রমণ হতে পারে। আক্রমণ দেখা গেলে সালফার জাতীয় মাকড় নাশক যেমন, থিয়োভিট ৮০ডব্লিউজি @ ৩.৫গ্রাম/লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- চলমান আবহাওয়া পরিস্থিতিতে এবং ফসলের বর্তমান অবস্থায় পাট ক্ষেতে পাতার মোজাইক ভাইরাসের আক্রমণ হতে পারে। রোগ দমনের জন্য আক্রান্ত গাছ তুলে পুড়িয়ে ধ্বংস করে ফেলুন। এছাড়া হেজিন অথবা হেমিথ্রিন কীটনাশক @ ১.৫মিলি/লিটার পানিতে মিশিয়ে মেঘ মুক্ত আবহাওয়ায় ৭ দিন পরপর ২-৩ বার স্প্রে করুন।
- চলমান আবহাওয়া পরিস্থিতিতে এবং ফসলের বর্তমান অবস্থায় পাট ক্ষেতে চারা ঝলসানো রোগের আক্রমণ দেখা যেতে পারে। রোগ দমনের জন্য ডাইথেন-এম ৪৫ @ ২ গ্রাম/লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করুন।

ধান আউশ

- **পর্যায়:**বীজতলা
- আউশ ধানের বীজতলা তৈরির ব্যবস্থা নিন| উঁচু জায়গায় বীজতলা তৈরি করুন এবং জমি থেকে পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা রাখুন। সমবায়ভিত্তিক বীজতলা করা যেতে পারে।
- দুই বীজতলার মাঝখানে ৪০-৫০ সেমি. নালা তৈরি করুন। এটি পানি নিষ্কাশন ও সেচ প্রদানের জন্য এবং প্রয়োজনে সার/ওষুধ প্রয়োগে কাজে লাগবে।
- অনুমোদিত জাতের বীজ ব্যবহার করুন। প্রয়োজনে বীজ শোধন করে নিন এতে রোগ বালাই এর উপদ্রব কম হবে।প্রতি বর্গ মিটার বীজতলার জন্য ৮০-১০০গ্রাম অঙ্কুরতি সুস্থ বীজ বপন করুন।
- পাখি যাতে বীজতলার বীজ নষ্ট করতে না পারে সেজন্য নিবিড় পর্যবেক্ষণ করতে হবে। চারা গজানোর ৪-৫ দিন পর বেডের উপর ২-৩ সেমি পানি রাখুন যাতে আগাছা এবং পাখির আক্রমণ নিয়ন্ত্রণ করা যায়।
- বীজতলার চারা হলুদ হয়ে গেলে প্রতি শতকে ২৮৩ গ্রাম হারে ইউরিয়া সার প্রয়োগ করুন। ইউরিয়া প্রয়োগে সমাধান না হলে প্রতি শতকে ৪০০ গ্রাম জিপসাম প্রয়োগ করুন।

ধান বোরো

- **পর্যায়:**শীষ বের হওয়া
- প্রতি ২ সারি পর পর গাছগুলো নাড়িয়ে দিন যাতে সারির মধ্যে সঠিকভাবে সূর্যের আলো যেতে পারে।
- চারার বয়স ৯০-১১০ দিন হলে ইউরিয়া ও পটাশ সার শেষ উপরি প্রয়োগ করুন।
- এ সময়ে ক্ষেতে মাজরা পোকা ও পামরি পোকার আক্রমণ হতে পারে। সে জন্য নিবিড় পর্যবেক্ষণ প্রয়োজন। পোকা দেখা গেলে হাতজাল দিয়ে পরিণত/বয়স্ক পোকা সংগ্রহ করে মাটিতে পুতে অথবা আগুনে পুড়িয়ে মেরে ফেলতে হবে। এ ছাড়া পোকা দমনের জন্য হেক্টর প্রতি ১০কেজি কার্বোফুরান ৫জি অথবা ডায়াজিনন (১০জি) ১৭.০ কেজি হারে প্রয়োগ করা যেতে পারে।
- হালকা কুয়াশা ও তাপমাত্রা বৃদ্ধির কারণে ব্লাস্ট এবং বাদামি দাগ রোগের আক্রমণ হতে পারে। সে ক্ষেত্রে ট্রুপার ৬.০ গ্রাম/লি: অথবা নাটিভো ৬.০ গ্রাম/লি: পানিতে মিশিয়ে ১০-১৫ দিন পর পর ২বার স্প্রে করুন।
- জমি ও সেচ নালা আগাছামুক্ত রাখুন।
- জমির পানির স্তর ২-৫ সেমি বজায় রাখুন।
- সেচ প্রয়োগ করুন।

সবজি

- তাপমাত্রা বৃদ্ধির কারণে, সবজি ফসলে শোষক পোকার আক্রমণের সম্ভাবনা রয়েছে। এই পোকা নিয়ন্ত্রণের জন্য ম্যালাথিয়ন ৫৭ইসি/ডাইমেথয়েট ৪০ ইসি @ ১.০ মিলি/লিটার পানিতে মিশিয়ে সপ্তাহে একবার স্প্রে করুন।
- বর্তমান আবহাওয়ায়, বেগুনে ডগা ও ফল ছিদ্রকারী পোকার আক্রমণ হওয়ার সম্ভাবনা আছে। পোকা দমনের জন্য সাইপারমেথ্রিন ১০ ইসি @০.৫ মিলি/লিটার বা এমামেকটিন বেনজয়েট ৫ এসজি @ ১.০গ্রাম/লিটার বা ডেল্টামেথ্রিন ২.৫ ইসি @১.০মিলি/লিটার বা ডায়াজিনন ৬০ ইসি @ ১.০ মিলি/লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- বর্তমান আবহাওয়ায় ঢেঁড়স ফসলে পাতা ফড়িং পোকার উপদ্রব হতে পারে, তাই নিয়মিত পর্যবেক্ষণ প্রয়োজন। পাতা ফড়িং নিয়ন্ত্রণের জন্য ইমিডাক্লোপ্রিড @ ০.৫ মিলি/লিটার অথবা সাইপারমেথ্রিন @ ১.০মিলি/লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করা যেতে পারে।
- সেচ প্রয়োগ করুন।

উদ্যান ফসল

- বিরাজমান আবহাওয়া আমে মাছি পোকা আক্রমণের অনুকূল। মাছিপোকা নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রতি একরে ৩২টি ফেরোমন ফাঁদ স্থাপনের জন্য পরামর্শ দেওয়া হলো।
- দন্ডায়মান উদ্যান ফসলে উইপোকার আক্রমণ হতে পারে। উইপোকা দমনের জন্য ক্লোরপাইরিফস ২০ ইসি অথবা ফিপ্রোনিল ৫এসএল @ ২.০মিলি/লিটার পানিতে মিশিয়ে আক্রান্ত স্থানে স্প্রে করার পরামর্শ দেওয়া হলো।
- দমকা বাতাসে কলা ও পেঁপে গাছ যাতে নুয়ে না পড়ে সে জন্য গাছের সাথে খুঁটি দেওয়া যেতে পারে। বর্তমান আবহাওয়ায় পরিপক্ক ও অক্ষত কলা এবং পেঁপে সংগ্রহ করুন এবং ছত্রাকজনিত রোগ নিয়ন্ত্রণের জন্য গাছে কপার অক্সিক্লোরাইড @ ৩ গ্রাম/ লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- সেচ প্রয়োগ করুন।

গবাদি পশু

- গবাদি পশুকে কৃমিনাশক প্রদান করুন।
- মশা মাছি কমানোর জন্য ন্যাপথালিন কিংবা তারপিন তেল ব্যবহার করা যায়।
- রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য মিনারেল মিক্সচার খাওয়ান।
- গবাদি পশুকে পর্যাপ্ত ঠান্ডা পানি পান করান।
- ঝড়, বৃষ্টি, বজ্রপাত থেকে রক্ষার জন্য গবাদি পশুকে নিরাপদ জায়গায় রাখুন।
- গোয়ালঘরে বাতাস চলাচলের সুব্যবস্থা রাখুন।
- গোয়াল ঘর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখুন।

হাঁসমুরগী

- রানীক্ষেত, কলেরা, ডাকপ্লেগ রোগের টিকা না দেওয়া থাকলে টিকা দিন।
- রোগ দেখা দিলে আক্রান্ত হাঁসমুরগী সরিয়ে ফেলুন।
- পরিস্কার পানি কিংবা অধিকতর গরমে গ্লুকোজ স্যালাইন ব্যবহার করুন।
- হাঁসমুরগীর থাকার জায়গা পরিষ্কার রাখুন।

মৎস্য

- পুকুরের গভীরতা ১-১.৫ মিটার বজায় রাখুন।
- মজুদ পরবর্তী সার নির্দিষ্ট হারে (প্রতি দিন প্রতি শতাংশে- ইউরিয়া ৬ গ্রাম , টিএসপি ৪গ্রাম) প্রয়োগ করুন।
- প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ে ও নির্দিষ্ট স্থানে পরিমাণমত ভালো মানের খাবার প্রয়োগ করুন।
- নিজেদের তৈরি খাবার হলে ফরমুলা অনুযায়ী আমিষসহ অন্যান্য উপাদানের শতকরা হার বজায় রাখুন।

- মাছ ঠিকমত খাবার গ্রহণ করছে কি না পর্যবেক্ষণ করুন।
- ১৫ দিন পর পর নমুনায়ন করে মাছের বাড়ার হার ও রোগবালাই আছে কি না-পর্যবেক্ষণ করুন।
- মাছের রোগবালাই দেখা দিলে নিকটস্থ উপজেলা মৎস্য অফিসে যোগাযোগ করুন।

ময়মনসিংহ অঞ্চল (জেলাসমূহ: ময়মনসিংহ, কিশোরগঞ্জ, জামালপুর, নেত্রকোনা এবং শেরপুর)

পাট

- **পর্যায়:**অংগজ
- পোকা মাকড় ও রোগ বালাই এর আক্রমণ থেকে রক্ষা পেতে পাট ক্ষেত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও আগাছামুক্ত রাখুন।
- পাটের বর্ধনশীল পর্যায়ে জমিতে যাতে অতিরিক্ত পানি জমে না থাকে সেজন্য সেচ ও নিষ্কাশন নালা আগাছা মুক্ত ও পরিষ্কার রাখুন।
- বপনের ২০-২৫ দিন পর ২য় নিড়ানি, মালচিং ও চারা পাতলা করণের জন্য পরামর্শ দেওয়া হলো।
- চলমান আবহাওয়া পরিস্থিতিতে এবং ফসলের বর্তমান অবস্থায় পাটক্ষেতে উরচুংগা পোকার আক্রমণ হতে পারে। আক্রমণ দেখা গেলে দমনের জন্য ক্লোরপাইরিফস ২০ইসি @ ২.০মিলি পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।
- ফসলের বর্তমান অবস্থায় পাটক্ষেতে হলুদ মাকড় এর আক্রমণ হতে পারে। আক্রমণ দেখা গেলে সালফার জাতীয় মাকড় নাশক যেমন, থিয়োভিট ৮০ডব্লিউজি @ ৩.৫গ্রাম/লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- ফসলের এ পর্যায়ে পাটক্ষেতে শুঁয়োপোকা ও সেমিলুপার পোকার আক্রমণ হতে পারে। আক্রমণের প্রাথমিক পর্যায়ে হাত বাছাই এর মাধ্যমে পাতা সহ পোকার ডিম ও কীড়া সংগ্রহ করে আগুনে পুড়িয়ে অথবা কেরোসিন পানিতে ডুবিয়ে ধ্বংস করে ফেলতে হবে। আক্রমণ প্রকট হলে ডায়াজিনন ৬০ইসি @ ১.০মিলি/লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- চলমান আবহাওয়া পরিস্থিতিতে এবং ফসলের বর্তমান অবস্থায় পাট ক্ষেতে চারা ঝলসানো ও কান্ডপচা রোগের আক্রমণ দেখা যেতে পারে। রোগ দমনের জন্য ম্যানকোজেব (ডাইথেন-এম ৪৫/ইন্ডোফিল এম ৪৫)@ ২ গ্রাম/লিটার পানিতে মিশিয়ে মেঘমুক্ত আবহাওয়ায় স্প্রে করুন। সব ধরনের বালাই ব্যবস্থাপনা মেঘমুক্ত ও রৌদ্রোজ্জ্বল আবহাওয়ায় করা উত্তম।
- বপনের ৪০-৫০ দিন পর ৩য় ও শেষ নিড়ানি, মালচিং ও চারা পাতলা করণের জন্য পরামর্শ দেওয়া হলো। এ পর্যায়ে যে সমস্ত চারা তুলনামূলকভাবে দুর্বল ও বৃদ্ধি কম সে গুলো তুলে ফেলাই উত্তম।
- বাতাসের গতি বেশি হলে দেশী পাট যে গুলো ৪ ফুটের বেশি লম্বা সে গুলো হেলে পড়ার সম্ভাবনা থাকে। এই হেলে পড়া থেকে রক্ষার জন্য ক্ষেতের চার পাশের ৪-৫টি পাটগাছকে একত্রে বেঁধে রাখার পরামর্শ দেওয়া হলো।
- বীজ বপনের ৪৫ দিন পর জাত ভেদে হেক্টর প্রতি ৮০-১০০ কেজি ইউরিয়া সার (২য় ও শেষ ডোজ) উপরি প্রয়োগের পরামর্শ দেওয়া হলো।
- নিয়মিত পাটক্ষেত পর্যবেক্ষণ করুন ও সময়োপযোগী ও কার্যকর রোগ-বালাই দমনের ব্যবস্থা নিন।

ধান আউশ

- **পর্যায়:**বীজতলা
- আউশ ধানের বীজতলা তৈরির ব্যবস্থা নিন| উঁচু জায়গায় বীজতলা তৈরি করুন এবং জমি থেকে পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা রাখুন। সমবায়ভিত্তিক বীজতলা করা যেতে পারে।
- দুই বীজতলার মাঝখানে ৪০-৫০ সেমি. নালা তৈরি করুন। এটি পানি নিষ্কাশন ও সেচ প্রদানের জন্য এবং প্রয়োজনে সার/ওষুধ প্রয়োগে কাজে লাগবে।
- অনুমোদিত জাতের বীজ ব্যবহার করুন। প্রয়োজনে বীজ শোধন করে নিন এতে রোগ বালাই এর উপদ্রব কম হবে।প্রতি বর্গ মিটার বীজতলার জন্য ৮০-১০০গ্রাম অঙ্কুরতি সুস্থ বীজ বপন করুন।
- পাখি যাতে বীজতলার বীজ নষ্ট করতে না পারে সেজন্য নিবিড় পর্যবেক্ষণ করতে হবে। চারা গজানোর ৪-৫ দিন পর বেডের উপর ২-৩ সেমি পানি রাখুন যাতে আগাছা এবং পাখির আক্রমণ নিয়ন্ত্রণ করা যায়।
- বীজতলার চারা হলুদ হয়ে গেলে প্রতি শতকে ২৮৩ গ্রাম হারে ইউরিয়া সার প্রয়োগ করুন। ইউরিয়া প্রয়োগে সমাধান না হলে প্রতি শতকে ৪০০ গ্রাম জিপসাম প্রয়োগ করুন।

সবজি

- তাপমাত্রা বৃদ্ধির কারণে, সবজি ফসলে শোষক পোকার আক্রমণের সম্ভাবনা রয়েছে। এই পোকা নিয়ন্ত্রণের জন্য ম্যালাথিয়ন ৫৭ইাস/ডাইমেথয়েট ৪০ ইসি @ ১.০ মিলি/লিটার পানিতে মিশিয়ে সপ্তাহে একবার স্প্রে করুন।
- বর্তমান আবহাওয়ায়, বেগুনে ডগা ও ফল ছিদ্রকারী পোকার আক্রমণ হওয়ার সম্ভাবনা আছে। পোকা দমনের জন্য সাইপারমেথ্রিন ১০ ইসি @০.৫ মিলি/লিটার বা এমামেকটিন বেনজয়েট ৫ এসজি @ ১.০গ্রাম/লিটার বা ডেল্টামেথ্রিন ২.৫ ইসি @১.০মিলি/লিটার বা ডায়াজিনন ৬০ ইসি @ ১.০ মিলি/লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- বর্তমান আবহাওয়ায় ঢেঁড়স ফসলে পাতা ফড়িং পোকার উপদ্রব হতে পারে, তাই নিয়মিত পর্যবেক্ষণ প্রয়োজন। পাতা ফড়িং নিয়ন্ত্রণের জন্য ইমিডাক্লোপ্রিড @ ০.৫ মিলি/লিটার অথবা সাইপারমেথ্রিন @ ১.০মিলি/লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করা যেতে পারে।
- সেচ প্রয়োগ করুন।

উদ্যান ফসল

- বিরাজমান আবহাওয়া আমে মাছি পোকা আক্রমণের অনুকূল। মাছিপোকা নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রতি একরে ৩২টি ফেরোমন ফাঁদ স্থাপনের জন্য পরামর্শ দেওয়া হলো।
- দন্ডায়মান উদ্যান ফসলে উইপোকার আক্রমণ হতে পারে। উইপোকা দমনের জন্য ক্লোরপাইরিফস ২০ ইসি অথবা ফিপ্রোনিল ৫এসএল @ ২.০মিলি/লিটার পানিতে মিশিয়ে আক্রান্ত স্থানে স্প্রে করার পরামর্শ দেওয়া হলো।
- দমকা বাতাসে কলা ও পেঁপে গাছ যাতে নুয়ে না পড়ে সে জন্য গাছের সাথে খুঁটি দেওয়া যেতে পারে। বর্তমান আবহাওয়ায় পরিপক্ক ও অক্ষত কলা এবং পেঁপে সংগ্রহ করুন এবং ছত্রাকজনিত রোগ নিয়ন্ত্রণের জন্য গাছে কপার অক্সিক্লোরাইড @ ৩ গ্রাম/ লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- সেচ প্রয়োগ করুন।

গবাদি পশু

- গবাদি পশুকে কৃমিনাশক প্রদান করুন।
- মশা মাছি কমানোর জন্য ন্যাপথালিন কিংবা তারপিন তেল ব্যবহার করা যায়।
- রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য মিনারেল মিক্সচার খাওয়ান।
- গবাদি পশুকে পর্যাপ্ত ঠান্ডা পানি পান করান।
- ঝড়, বৃষ্টি, বজ্রপাত থেকে রক্ষার জন্য গবাদি পশুকে নিরাপদ জায়গায় রাখুন।
- গোয়ালঘরে বাতাস চলাচলের সুব্যবস্থা রাখুন।
- গোয়াল ঘর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখুন।

হাঁসমুরগী

- রানীক্ষেত, কলেরা, ডাকপ্লেগ রোগের টিকা না দেওয়া থাকলে টিকা দিন।
- রোগ দেখা দিলে আক্রান্ত হাঁসমুরগী সরিয়ে ফেলুন।
- পরিস্কার পানি কিংবা অধিকতর গরমে গ্লুকোজ স্যালাইন ব্যবহার করুন।
- হাঁসমুরগীর থাকার জায়গা পরিষ্কার রাখুন।

মৎস্য

- পুকুরের গভীরতা ১-১.৫ মিটার বজায় রাখুন।
- মজুদ পরবর্তী সার নির্দিষ্ট হারে (প্রতি দিন প্রতি শতাংশে- ইউরিয়া ৬ গ্রাম , টিএসপি ৪গ্রাম) প্রয়োগ করুন।
- প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ে ও নির্দিষ্ট স্থানে পরিমাণমত ভালো মানের খাবার প্রয়োগ করুন।
- নিজেদের তৈরি খাবার হলে ফরমুলা অনুযায়ী আমিষসহ অন্যান্য উপাদানের শতকরা হার বজায় রাখুন।
- মাছ ঠিকমত খাবার গ্রহণ করছে কি না পর্যবেক্ষণ করুন।
- ১৫ দিন পর পর নমুনায়ন করে মাছের বাড়ার হার ও রোগবালাই আছে কি না-পর্যবেক্ষণ করুন।

- মাছের রোগবালাই দেখা দিলে নিকটস্থ উপজেলা মৎস্য অফিসে যোগাযোগ করুন।